CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 April 2022 ■ আগরতলা ৭ এপ্রিল, ২০২২ ইং ■ ২৩ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগামী ২৫ বছরের জন্য প্রস্তুত হতে দলীয় কর্মীদের বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ দলীয় কর্মীদের শুধু ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে মনোনিবেশ না করে ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য আগামী ২৫ বছরের রোডম্যাপ তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন।

সরকার ইতিমধ্যে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত তার রোডম্যাপ তৈরি করেছে। লক্ষ্য ২০৪৭ নথিতে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকারের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে। যারা শুধু নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্য রাজনীতি করছে তারা কখনই আমাদের কাজের ব্যবস্থা বুঝবে না। তারা যা চায় তাই করুক, তবে আমাদের অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে থাকা উচিত ত্রিপুরার জনগণের সেবা করা আমাদের লক্ষ্য বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মুখ্যমন্ত্রী সূর্যমণি নগরে ভারতীয় জনতা পার্টির ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন। দলকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসাবে বিজেপির পুরানো কার্যকর্তাদের সংবর্ধিত করা হয়েছে অনুষ্ঠানে। দলের কর্মীদের জনগণের প্রয়োজনের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়ে, শ্রী দেব বলেন, সময়ে সাহসিকতা প্রদর্শন করায় কোনও ভুল নেই তবে একজন সত্যিকারের বিজেপি কর্মীকে অন্যদের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। বিনম্র হও, যারা এখনও অন্যান্য দল সমর্থন করছেন তাদের কাছে পৌঁছান। তাদের সাথে কথা বলুন, তাদের বোঝান যে রাজ্য সরকার কীভাবে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নির্বিশেষে আরও ভাল পরিষেবা এবং কল্যাণমূলক প্রকল্প প্রদানের উদ্যোগ নিচ্ছে।

দলীয় কর্মীদের সমস্ত ধরণের দায়িত্ব কাঁধে নিতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যদি বিজেপির কর্মীরা মাঠে তাদের কাজ চালিয়ে যায় তবে আমরা আগামী ২৫ বছরের জন্য সমস্ত নির্বাচনে ক্ষমতায় ফিরে যেতে পারব। দলের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করার প্রতিশ্রুতি নিন তবে শুধুমাত্র একটি নির্বাচনের জন্য নয়, আগামী ২৫ বছরের জন্য সমস্ত বিধানসভা নির্বাচনের জন্য। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল যিনি স্থানীয় বিধায়কও।

বিজেপির ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত রাজ্যব্যাপী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর/ বিলোনীয়া, ৬ এপ্রিল ।। বিজেপির ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবস সারাদশের সাথে আজ রাজ্যেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানটি হয় বিজেপির রাজ্য সদর কার্যালয়ে। এদিন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটি আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

প্রদেশ বিজেপির সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য বলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ী হাত ধরে আজকের দিনে বিজেপির পথ চলা শুরু হয়েছিল। আজকের দিনটি দলের নেতা-কর্মী সমর্থক সহ দেশবাসীর কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকে বিজেপি প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হওয়ার খবর মিলেছে। এ উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নানা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃষকেতুর পদত্যাগ ইস্যুতে আরও দুমাস সময় দিলেন অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা বিধানসভার স্পিকার রতন চক্রবর্তী আজ আবারও আইপিএফটি বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মাকে দুই মাসেরও বেশি সময় দিয়েছেন যিনি আজ অবধি স্পিকারের সামনে আনুষ্ঠানিক শুনানির জন্য উপস্থিত হননি। বৃষকেতু দেববর্মা একটি চিঠির মাধ্যমে পদত্যাগ করেন এবং প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে টিপ্রা মোথায় যোগ দেন। বারবার তলব করা সত্ত্বেও, বিধায়ক তার পদত্যাগের আবেদনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করেননি, বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী সংবাদমাধ্যমকে একথা বলেছেন।

প্রসঙ্গত, বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা রাজ্যসভা নির্বাচনে দলীয় হুইপ লঙ্ঘন করে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেননি। নবনির্বাচিত আইপিএফটি সভাপতি মেবার কুমার জামাতিয়া বিষয়টি স্পিকারের নজরে আনেন এবং তাকে দলত্যাগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ এপ্রিল ।। মন্দির নগরী উদয়পুরে পুরনো মাটির দেওয়াল ঘর ভাঙতে গিয়ে মাটিচাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম দীপক দে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় দীপক দে নামে ওই ব্যক্তি আবাস যোজনায় সরকারি ঘর পেয়েছেন।

সেজন্য পুরনো একটি মাটির দেওয়াল ঘর ভেঙ্গে সেখানে নতুন ঘর তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পুরনো মাটির দেওয়াল ঘরটি ভাঙতে গিয়ে বিপত্তি দেখা দেয় মাটির দেওয়াল ঘরটি ভাঙ্গার সময় মাটি ধসে তার উপরে পড়ে। তাতে মাটি চাপা পড়েন দীপক দিয় নামে বাড়ির মালিক। সঙ্গে সঙ্গে এলাকার লোকজন তাকে মাটির নিচ থেকে উদ্ধার করে প্রথমে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। গোমতী জেলা হাসপাতাল থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে প্রসারিত ও তীব্র করা প্রয়োজন ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। কেরালার কন্নোরে অনুষ্ঠিত সিপিএমের ২৩ তম কংগ্রেসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পলিটব্যুরোর সদস্য তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, ২৩ তম পার্টি কংগ্রেস একটি জটিল সন্ধিক্ষণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা বিজেপি এবং আরএসএস কাজ করছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে নতুন আকার দিতে এবং একটি "হিন্দু রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠা করতে। হিন্দুত্ববাদী শক্তি এবং কর্পোরেটদের মধ্যে একটি জোট রয়েছে যা সমর্থন করে কেন্দ্রে কর্তৃত্ববাদী শাসক দল। নয়া-উদারপন্থী ও কর্পোরেটপন্থী নীতির অনুসরণ অবস্থার আরও অবনতি করেছে জনগণের। তিনি বলেন, ব্যাপক বেকারত্ব, আয় হ্রাস এবং দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে বৈষম্য। হিন্দুত্ববাদীরা ভারতীয় জনগণের এই শোষণকে সহজতর করে বিভাজনমূলক এজেন্ডা নিয়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তৈরি করার চেষ্টা করছে। সংখ্যালঘুরা সম্মুখীন হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে।

মানিক সরকার বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দুত্ব-কর্পোরেট শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ দেখা গেছে। ঐতিহাসিক কিষাণ সংগ্রাম, কৃষি আইন, শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘট, সর্বশেষ ২৮ ও ২৯ মার্চ দুদিনের হরতাল ও অন্যান্য অগণিত সংগ্রামে জনগণ তা প্রমাণ করে তাদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত এবং সরকারকে মেনে নিতে বাধ্য করে তাদের ন্যায্য দাবি। শ্রমজীবী মানুষের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে প্রসারিত ও তীব্র করা প্রয়োজন ক্ষমতাসীন দলের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ফেডারেলিজমের উপর হামলার মোকাবিলা করার সময়।

তিনি আরও বলেন, সিপিআই(এম) এবং বাম শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় রয়েছে হিন্দুত্ববাদী কর্পোরেট শাসন। পার্টি কংগ্রেস সবথেকে উপযুক্ত কৌশলগত লাইনের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে সকল ধর্মনিরপেক্ষদের সংগ্রাম ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পোয়াংবাড়িতে নেশা কারবারি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। নতুন বাজারের পোয়াংবাড়ি এলাকা থেকে এক নেশা কারবারিকে আটক করেছে নতুন বাজার থানার পুলিশ। আটক নেশা কারবারের নাম ওলাফ্রো মগ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় নতুন বাজার থানার পুলিশের কাছে সুনিদৃষ্ট খবর আসে পোয়াংবাড়ি এলাকার ওলাফ্রো মগের বাড়িতে নেশা সামগ্রী মজুদ রয়েছে। সেই সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ তার বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। নেশাজাতীয় ট্যাবলেট সহ বাড়ির মালিককে আটক করে নিয়ে আসা হয় নতুন বাজার থানায়। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। আটক নেশা কারবারিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। এই চক্রে আরো কয়েকজন জড়িত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অভিযুক্ত অন্যান্যদের আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য নতুন বাজার থানা এলাকায় গত বেশ কিছুদিন ধরেই নেশাজাতীয় ট্যাবলেট সহ নানা নেশাজাতীয় সামগ্রীর রমরমা চলেছে।

এসব নেশা সামগ্রী গ্রহণ করে যুবসমাজ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছে। এলাকার জনগণ নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। এলাকাবাসীর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বুধবার এই সাফল্য পেয়েছে নতুন বাজার থানার পুলিশ। নতুন বাজার থানার ওসি প্রীতিময় চাকমা জানিয়েছেন এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

রাজ্যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, জানালেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। ত্রিপুরায় শীঘ্রই সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাস চালু হতে যাচ্ছে। সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের এক প্রতিনিধিদল আজ নজরুল কলাক্ষেত্রের ক্যাম্পাস যৌথ পরিদর্শন করে সচিবালয়ের অনুষ্ঠিত এক সভায় এই ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনের সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ইনচার্জ সমীরণ দত্ত ও অন্যান্য সদস্যগণ এবং পূর্ত দপ্তর ও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

নজরুল কলাক্ষেত্রের ক্যাম্পাস পরিদর্শনের পর সভায় সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ইনচার্জ সমীরণ দত্ত জানান, নজরুল কলাক্ষেত্রের ক্যাম্পাসে ক্লাসরুম, এডিটিং ল্যাব ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা রয়েছে। নজরুল কলাক্ষেত্রের ক্যাম্পাসে যে সমস্ত ব্যবস্থাদি রয়েছে তাকে ভিত্তি করে ফিল্ম অ্যাপ্রেসিয়েশন, স্ক্রিন অ্যাক্টিং ও ডকুমেন্টরি তৈরির মতো স্বল্প সময়ের কোর্স অবশ্যই শুরু করা যেতে পারে। এরমধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধুলো উড়ছে অমরপুরের রাস্তায় প্রতিবাদে অবরোধ আন্দোলন জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। অমরপুর গোবিন্দ টিলা এলাকায় ছবিমুড়া যাওয়ার রাস্তাটি বুধবার আবারও অবরোধ করেন স্থানীয় জনতা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ছবিমুড়া পর্যটন কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য নতুন রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। একটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় হলো রাস্তা তৈরির সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার ধুলাবালি যাতে না উড়ে সে জন্য নিয়মিত রাস্তায় জল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কথা রাখেননি ঠিকাদার। এব্যাপারে এর আগেও এলাকার জনগণ রাস্তা অবরোধ করেছিলেন।

তখন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল দুবেলা রাস্তায় জল দেওয়া হবে। কয়েকদিন জল দেওয়ার পর রাস্তায় জল দেওয়া বন্ধ করে দেন ঠিকাদার। ফলে প্রচুর পরিমাণে ধূলা উড়ছে। রাস্তার দু''পাশের বাড়ি করে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এলাকার বাসিন্দারা অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু। বাচ্চা ছেলে মেয়েরা স্কুলে পর্যন্ত যেতে পারছে না। এই অসহায়ত্বের কথা এলাকাবাসীর তরফ থেকে স্থানীয় নেতা মন্ত্রী সহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নজরেও এনেছেন। তারা প্রতিবারই রাস্তায় দুবেলা জল দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত এলাকায় বসবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠায় এলাকার জনগণ ক্ষুব্দ হয়ে বুধবার ফের ছবিমুড়া যাওয়ার রাস্তায় অবরোধ করেন। অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধ ছুটে এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে ফিল্মি কায়দায় চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৬ এপ্রিল ।। কল্যাণপুরে সিনেমার কায়দায় চুরি। জনমনে চাঞ্চল্য।ফের চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে এলো কল্যাণপুরে। দিনের-পর দিন কল্যাণপুর থানা এলাকায় চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অভিযোগ এখন চুরি হলো কল্যাণপুর হাসপাতালের নতুন ভবন এর একরকম দরজা ভেঙ্গে হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে চোরের দল নিয়ে যায় প্রায় ৬ লাখ টাকার ইলেকট্রিকের তার সহ নানা সরঞ্জাম। বেশ ক্ষতি হয়। আগরতলা ধলেশ্বরের বাসিন্দা অভিজিৎ কর কল্যাণপুর হাসপাতালের নতুন ভবন এর ইলেকট্রিক্যাল কাজ এর বরাত পান। যথারীতি কাজ প্রায় শেষের পথে। এমতাবস্থায় চুরির ঘটনা সংঘটিত হলো গতকাল রাতে কোন এক সময় চোরের দল হাসপাতালে হানা দিয়ে নিয়ে যায় বেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজার ও বিলোনীয়ায় তিন চোরকে আটক করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/ বিলোনীয়া, ৬ এপ্রিল ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার থানা এলাকার বগাফা বাজার থেকে দুই চোরকে আটক করেছে পুলিশ। আটক দুই চোরের নাম সুমন মিত্র ও ঝুলন মালাকার। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে শান্তির বাজার থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে বেশকিছু চুরির মালপত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্র জড়িত অন্যান্যদের আটক করার জন্য পুলিশি তৎপরতা শুরু করেছে। এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন বেশ কিছুদিন ধরেই শান্তির বাজার থানা এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে চুরির মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিরতেই কোন না কোন স্থানে চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। তাতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। চোরের দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পুলিশের তৎপরতা বাড়ানোর জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

বি এস এন এল দপ্তরের কর্মচারী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ এপ্রিল ।। মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ ৪১ মাইল এলাকায় একটি লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। গাড়ির চালককেও গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের ৪১ মাইল এলাকায় একটি লরি আটক করে।

লরিতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৪৫৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গাঁজাসহ লরিটি মুঙ্গিয়াকামি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ ব্যাপারে এনবিপিএস ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। লরি আটক করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার এর সংবাদ পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরন নোয়াতিয়া মুঙ্গিয়াকামী থানায় ছুটে আসেন। তিনি জানান মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশের এটি একটি বড় ধরনের সাফল্য। আগাম সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানোর ফলেই এই সাফল্য মিলেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন। এদিকে আটক গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। গাঁজা গুলি বহির রাজ্যে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই লরিতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই চক্রে কারা জড়িত রয়েছে তাদের নাম ধাম উদ্ধারের জন্য পুলিশ তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

দেশবাসীর স্বপ্নপূরণের ও সঙ্কল্পের প্রতিনিধি বিজেপি ঃ নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.)।। বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখুন অথবা জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, বিজেপির দায়িত্ব, প্রতিটি বিজেপি কর্মীর দায়িত্ব ক্রমাগত বাড়ছে। তাই বিজেপির প্রতিটি কর্মী দেশের স্বপ্নের প্রতিনিধি, দেশের সঙ্কল্পের প্রতিনিধি। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার বিজেপি-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিডিও কনফারিন্সিংয়ের মাধ্যমে এই বক্তৃতা ও শোনেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রতিষ্ঠা দিবসে বিজেপির সমস্ত নেতা ও কর্মীদের আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কচ্ছ থেকে কোহিমা পর্যন্ত এক ভারত ও শ্রেষ্ঠ ভারত-এর সঙ্কল্পকে নিরন্তর শক্তিশালী করছে বিজেপি।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'এবারের প্রতিষ্ঠা দিবস ৩টি কারণে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, আমরা দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন করছি, উদযাপন করছি স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব। দ্বিতীয়ত, দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিস্থিতি, পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ব্যবস্থা। ভারতে জন্য প্রতিনিয়ত নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তৃতীয়ত, কয়েক সপ্তাহ আগে চার রাজ্যে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের সরকার ফিরে এসেছে। তিন দশক পর রাজ্যসভায় কোনও দলের সদস্য সংখ্যা ১০০ ছুঁয়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এই অমৃতকাল ভারতের আত্মনির্ভর চিন্তাভাবনার, লোকালকে গ্লোকাল করার চেষ্টা করার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সম্প্রীতি তৈরি করা। এই অমৃতকাল প্রতিটি বিজেপি কর্মীর জন্য কর্তব্যকাল।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের সরকার জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে। বর্তমানে দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার পাশাপাশি সঙ্কল্প ও শক্তিও রয়েছে। আমরা যে লক্ষ্য নির্ধারণ করছি, আমরা তা পূরণও করছি।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'কিছুদিন আগেই দেশ ৪০০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৩০ লক্ষ কোটি টাকার পণ্য রফতানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। করোনার এই সময়ে এত বড় লক্ষ্য অর্জন ভারতের সক্ষমতা প্রদর্শন করে।' দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দেশে দু'রকম রাজনীতি চলছে, পরিবারবাদ ও রাষ্ট্রবাদ। এখন দেশে কয়েকটি রাজনৈতিক দল আছে যাঁদের পরিবারের সদস্যরা রাজনীতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। দুর্নীতিতে একে অন্যকে সাহায্য করেন। দেশের যুব সম্প্রদায়কে এরা প্ররোচিত করে এসেছে।' মোদী বলেছেন, 'কিছু দল নিজের পরিবারের জন্য কাজ করে। বিজেপি দেশের জন্য কাজ করে। আমি নিজেও বিজেপি-র সাধারণ কর্মীর মতো পরিশ্রম করব। আমরা সবাই মিলে রাষ্ট্রসেবায় নিয়োজিত থাকব। আপনাদের সবার পরিশ্রমে দেশ উন্নতি করবে।'

পানীয় জলের সংকট নিরসনে খুমুলুঙে এডিসি প্রশাসনের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। উপজাতি জনপদগুলোতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তিপরা মথা দল ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জেলা পরিষদ এলাকায় পানীয় জলের সংকট সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়ার লক্ষ্যে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার লক্ষ্যে খুমুলুঙে বুধবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিপরা মথা দলের সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। বৈঠকে জেলা পরিষদ এলাকায় পানীয় জলের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৮০ ▫ ৭ এপ্রিল ২০২২ইং ▫ ২৩ চৈত্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অতিমারির ভয়ঙ্কর প্রভাব

করোনাভাইরাসের প্রসঙ্গে একটা সত্য সামনে আসিয়াছে। ঐতিহাসিক ভাবেই অতিমারি যে কেবল অসাম্যকে প্রকটতর করিয়াছে তাহা-ই নয়, সমাজের অন্তর্নিহিত অসাম্যই অতিমারির সৃষ্টি এবং বিস্তারের একটা বড় কারণ। অপুষ্ট, দরিদ্র, ঘিঞ্জি অঞ্চলে বসবাসকারী এবং স্বাস্থ্যবিধি মানা আর স্বাস্থ্য-পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রেও পিছাইয়া থাকা জনগণের মধ্য দিয়া বাড়িয়া যায় সংশ্লিষ্ট অসুখের 'বেসিক রিপ্রোডাকশন নাম্বার', যাহা অতিমারির সলতেতে আগুনের ফুলকি জোগায়। বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ এবং শ্রমবাজারের প্রভাবের কারণে দরিদ্র তলাইয়া যায় আরও দারিদ্রের সীমাহীন অন্ধকারে। উল্টো দিকে ধনীদের সম্পদ ওঠে ফুলিয়া-ফাপিয়া।কোভিড অতিমারির ছোবল-কালে পৃথিবীর ইতিহাসে অসাম্য এখন শীর্ষবিন্দুতে। দেশে দেশে ভ্যাকসিনের বণ্টন সেই বৈষম্যকে আরও প্রকট করিয়াছে। আবার বিভিন্ন দেশেই অতিমারিতে সঙ্কুচিত হইয়া যাওয়া অর্থনীতির পুনরুত্থান হইতেছে ইংরেজি 'কে' অক্ষরের মতো, যাহার নীচের দিকে নির্দেশিত বাহু ইঙ্গিত করিয়া গরিবদের আরও তলাইয়া যাওয়া।নজিরবিহীন অর্থনৈতিক অসাম্য কী ভাবে ডাকিয়া আনে মৃত্যু। অর্থনৈতিক বিভাজন বাড়াইয়া তোলে অনাহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যার অভাব, জলবায়ু বিপর্যয়, আর্থিক কারণে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা। ফলে বাড়িয়া চলে মৃত্যুর সংখ্যাও। ভারতের সম্পূরক অংশে প্রকাশ পাইয়াছে, ২০২১-এ এ দেশের বিলিয়নেয়ারদের সম্পত্তি বাড়িয়াছে ৩৯%, আর গরিবদের বাৎসরিক আয় কমিয়াছে ৫৩%। ধনীতম ৯৮ জনের মোট সম্পত্তির পরিমাণ নীচের দিকের সাড়ে ৫৫ কোটি মানুষের সমান! আসলে অতিমারিতে বিশ্ব জুড়িয়াই ধনীদের সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়াছে অশালীন ভাবে। পৃথিবীর ধনীতম দশ জনের সম্পদের পরিমাণ হইয়াছে দু'গুণেরও বেশি। কারণ অনেক ধনীরা অতিমারি পরিস্থিতি অনুসারে ঠিক পথে টাকা বিনিয়োগ করিয়া ফল পাইয়াছেন। সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশের সরকার ঝিমাইয়া-পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিতে যে ডলার ঢালিয়িছে অর্থনীতিতে, তাহা স্টক মার্কেটকে গরম করিয়া সাহায্য করিয়াছে ধনীদেরই। আবার এ সময়ে দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্কের নীতি, যেমন শূন্য সুদে ঋণ, ইত্যাদিও ধনীদের সম্পদ ফুলিয়া-ফাপিয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছে নিশ্চয়ই। ধনীদের স্থাবর সম্পত্তির দামও বিপুল ভাবে বাড়িয়াছে এই বাজারে। উল্টো দিকে রহিয়াছে বাড়িয়া চলা সীমাহীন দারিদ্র। ৯৯% মানুষের রোজগার কমিয়াছে। রোজগার হারাইয়াছেন অগণিত মানুষ। লকডাউন, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের দফারফা, ছাঁটাই, এবং সেই সঙ্গে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার ফলে পর্যটনের সর্বনাশ হইয়া বিশ্ব জুড়িয়া অন্তত ১৬ কোটি মানুষ ঢুকিয়াছেন দারিদ্রের কৃষ্ণগহ্বরে।

এই অসাম্যের জন্যে ধনীদেরই দায়ী করা মুশকিল। অস্বীকার করা যাইবে না যে, ব্যবস্থাগত ব্যর্থতাতেই কিছু মানুষ অশ্লীল ভাবে ধনী হইতে পারেন, যেখানে অনেকের কাছেই দিনযাপনের ন্যূনতম পণ্য থাকে না। পৃথিবীর ধনীতম ১০%-এর হাতে রহিয়াছে ৫২% রোজগার, আর নীচের দিকের অর্ধেক মানুষ আয় করেন মাত্র ৮.৫%। ভারতকে বলা হইয়াছে এক দরিদ্র অসম দেশ। এ দেশের উপরতলার ১%-এর হাতে রহিয়াছে ২১.৭% রোজগার, নীচের অর্ধাংশের রোজগার মাত্র ১৩.১%। বিশ্বে নারী-পুরুষের ক্ষমতায়নের যে পার্থক্য ছিল ৯৯ বছরের, অতিমারি নাকি তাহা এক ধাক্কায় প্রশস্ত করিয়ি দিয়াছে ১৩৫ বছর। অর্থাৎ, নারী-পুরুষের কাঙ্ক্ষিত সমতা আসিতে লাগিবে আগের হিসাবের চেয়ে এক প্রজন্ম বেশি।

সিওপিডি, ওবেসিটি একাধিক সমস্যা রয়েছে অনুব্রত মন্ডলের

কলকাতা,৬ এপ্রিল (হি. স.): বুধবার হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। সিওপিডি, ওবেসিটি একাধিক সমস্যা রয়েছে অনুব্রত মন্ডলের এমনটাই জানিয়েছে চিকিৎসকরা।

মঙ্গলবার বিকেলে তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল কলকাতায় এসেছে। শোনা যায়, বুধবার সকালেই নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে যেতে পারে তৃণমূল নেতা সিবিআইয়ের পঞ্চমবার তলবের জেরে। কিন্তু বুধবার সকালে দেখা যায় চিনার পার্কের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসএসকেএম-এ যান অনুব্রত মণ্ডল।

এসএসকেএমে ২১১ নম্বর কেবিনে অনুব্রতর শারীরিক পরীক্ষা চলছে। সূত্রে খবর,অনুব্রতর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষার জন্য তৈরি মেডিক্যাল টিম। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বয়সজনিত কারণে অনুব্রত মণ্ডলের এই অসুস্থতা। আগেই একাধিক সমস্যা রয়েছে তার। সিওপিডি, স্কিমিক হার্ট ডিজিজ, ওবেসিটির মতো একাধিক শারীরিক সমস্যা আছে তৃণমূল নেতার। সাম্প্রতিককালে এই সমস্ত সমস্যা কিছুটা বেড়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

কালীঘাটে পুজো রাজ্যপালের

কলকাতা,৬ এপ্রিল (হি. স.): রাজ্যের শান্তি-সমৃদ্ধিতে কালীঘাট মন্দির হাজির রাজ্যপাল। বুধবার কালীঘাটে পুজো দিয়ে রাজ্যের শান্তি কামনা রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কের। সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রীও।

বুধবার হঠাৎই কালীঘাট চত্বরে সস্ত্রীক রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কে দেখা যায়। জানা গিয়েছে, রাজ্যের শান্তি-সমৃদ্ধিতে কালীঘাটে পুজো দেন সস্ত্রীক রাজ্যপাল। পুজো দিয়ে বেরোনোর পরই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় বলেন, "কালীমায়ের থেকে আশীর্বাদ নিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের হিংসা, অনুন্নযন কখনই কাম্য নয়। কালীমায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি যাতে এরাজ্যে উন্নয়ন, সুখ, শান্তি-সমৃদ্ধি ফিরে আসে "।

পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ছয় এনএলএফবি জঙ্গি গ্রেফতার, আত্মসমর্পণ ছয়জনের

গুয়াহাটি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : ১০ দিন ব্যাপী পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ছয় ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বোডোল্যান্ড (এনএলএফবি) জঙ্গি গ্রেফতার হয়েছে। অভিযানে দিশেহারা হয়ে বাধ্য হয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ আজ আত্মসমর্পণ করেছে আরও ছয় এনএলএফবি জঙ্গি।

অসমের পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত এই খবর দিয়ে জানান, গত দশদিনের সাঁড়াশি অভিযানে আজ বুধবার এনএলএফবি-র ছয় জঙ্গি ধরা পড়েছে। তাদের মধ্যে দুজনকে আহত অবস্থায় পাকড়াও হয়েছে। পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে বেগতিক দেখে একই সংগঠনের আরও ছয় সদস্য অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করেছে। অসম পুলিশের পক্ষ থেকে এ ধরনের সমস্ত নিষিদ্ধ সংগঠনের সবাইকে আত্মসমর্পণ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন পুলিশ-প্রধান মহন্ত। তিনি বলেন, আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের কাছে কোনও বিকল্প নেই।

উল্লেখ্য, গতকাল ৫ এপ্রিল চিরাং জেলায় সংগঠিত ডাকাতির সঙ্গে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বোডোল্যান্ডের আত্মসমর্পণকারী দুই জঙ্গি জড়িত বলে অভিযোগ ছিল। ডাকাতির ঘটনায় বন্দুকযুদ্ধে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং চিরাঙের সদর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রকাশ মেধি ও তাঁর দেহরক্ষী আহত হয়েছেন। গত ২৯ মার্চ ভারত-ভুটান সীমান্তে তিনটি গ্রামে ডাকাতির সঙ্গে প্রাক্তন এনএলএফবি জঙ্গিরা জড়িত বলে গোয়েন্দা রিপোর্ট পায় পুলিশ। ওই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে গত সোমবার রাতে রুনিখাতা এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল।

পুলিশি অভিযানের আঁচ করে সন্দেহভাজন ডাকাতেরা স্থানীয় এক বাড়ির ভিতরে লুকিয়েছিল। পরের দিন গতকাল মঙ্গলবার ভোরে ডাকাতদের আবিষ্কার করলে তারা পাল্টা পুলিশ বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। জবাবি গুলি চালায় পুলিশও। পুলিশের গুলিতে এদের মধ্যে দুজন ধরাশায়ী হয়। নিহতদের মধ্যে একজন ডাকাতি মামলার প্রধান আসামি মহন্ত নার্জারিও রয়েছে। এদিকে ডাকাতদের গুলিতে আহত হয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) প্রকাশ মেধি এবং তাঁর দেহরক্ষী।

প্রদীপের আলোর মত হৃদয়ের আলো কি প্রজ্বলিত করা সম্ভব ?

অশোক কুমার হালদার

এই প্রকৃতি সংসারে প্রকৃতি এবং প্রকৃতি সৃষ্ট জীবের উন্নতি এবং প্রতিটি জীবের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রকৃতির নিখুত ভাবে সৃষ্টি প্রকৃতির জীবকূলের অনুরঞ্জন বা সুস্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রকৃতির ধারাবাহিক ও ক্রমবর্ধমান তত্বাবধান থাকে। যেমন প্রকৃতি কোথাও পরিত্যক্ত জনশূন্য মরুভূমির আকার নিয়ে অবস্থান করে রয়েছে। সেখানেও কিছু কিছু জায়গায় অল্প সল্প জায়গায় জনহীন স্থানের মধেই শৃঙ্খলাহীন এবং সহায় সম্পত্তিহীন কিছু কিছু পরিবারের বসবাস দেখা যায়। দিনের বেলায় আলোর প্রয়োজন মানুষের খুব একটা প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রাত্রি নামলেই আলোর প্রয়োজন হয়। সেটা প্রদীপের আলোই হোক বা বিদ্যুতের আলো। অন্ধকারের পরিবেশ অতিক্রম করতে হলে আলোর সহায়তা অবশ্য প্রয়োজন। আলো সর্বদায় অতিন্দ্রীয় বিষয় অন্তদৃষ্টি দাবিদার হয় মানুষের জীবনে। আঁধার জীবনের চলার পথে সব ক্ষেত্রেই হাত ও পায়ে বেড়ি সদৃশ দৃঢ়ভাবে চাপিয়া রাখার মত এক অবস্থা যার দ্বারা জীবনে চলার পথের গতি সংকোচনে বাধা স্বরূপ বা অনুতাপ বা অনুশোচনার এক বিশেষ বলপ্রয়োগ বা বাধ্যবাধকতা স্বরূপ এক আচ্ছাদিত বা আতুর ঘরে থাকার মত বা সীমাবদ্ধ করার মত এক অবস্থা মাত্র। যেটা আমরা অন্যভাবে বলতে পারি পরিবর্তনের প্রতি বিরূপতা বা রক্ষনশীলতা। যেমন কোন নদী প্রবাহ চলতে চলতে প্রবাহের গতি যখন দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। যার একটি ধারা প্রবাহ চলমান থাকলেও অপরটির গতি প্রবাহের ধারায় বিব্রতভাব দেখা যায় অবশেষে সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হওয়া ব্যক্তির মত ধীরে ধীরে বিনষ্ট হওয়ার পথে এগোয়। প্রথমে একটা ঝিলের মত অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারপরে ঝিলের জল যত কমতে থাকে, তদ্রুপ ঝিলের চারপাশে আগাছার পরিমাণ বাড়তে শুরু করে দেয় ক্রমাগত। অর্থাৎ খারাপ গুণ বা বিপরীত গুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাই আঁধারের বিপরীত বা বিরূদ্ধগুণ। কিন্তু প্রদীপের আলো জ্বালিয়ে যেমন আমরা আঁধারের খারাপ গুণ গুলিকে দূরে সরিয়ে আশান্বিত লক্ষ স্থির করতে পারি এবং বৈষম্য বা বিবাদকে দূরে সরিয়ে উজ্জ্বল্য বা উৎকর্ষের দিকে এগোতে পারি। মানুষ যখন উৎকর্ষ এবং উন্নতির দিকে এগোয়, তখন মানুষের মনের ভেতরে ভাবের উচ্ছ্বস ঘটে। আর এই ভাবের উচ্ছ্বস মানুষের মনের বিবর্ণতা বা মালিন্যতা অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। প্রদীপের আলো জ্বালিয়ে যেমন অন্ধকারকে প্রতিহত এবং দূরীভূত করা যায় যাহা প্রমাণ যোগ্য এবং প্রতিপাদ্য বিষয়। বিদায় কালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা যেমন সম্ভব তেমনি আবার মানুষের হৃদয়ের আলো প্রজ্বলিত করাও সম্ভব যদি মানুষ স্বার্থপরতা ভুলতে পারে। তাহলে মানুষের মনে আত্ম তৃপ্তি ঘটবে কারণ জীবন অর্থবোধক হবে। সাম্যতার গাড়ি চড়ে যদি মানুষ মানব সংসারে ভ্রমণ করতে সমর্থ হন। আর তখন থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে স্বার্থের দাসত্ব থেকে। আর এই অবস্থা মনের মধ্যে সৃষ্টি হলে মানুষের মন তখন আর নঙ্কর বাধা নৌকার মতো জলের মধ্যে এক জায়গায় স্থির অবস্থায় আবদ্ধ থাকে না তখন মন আর সন্ধি শর্তে আত্ম সমর্থন করে না। তখন মানুষের মন শর্তাধীন হয় না এবং মানুষের মন স্বতঃস্ফুর্ত হলে রঞ্জক হয় বা আন্দদিত হয়। কারণ মন আর ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তখন মনের মধ্যে এক অনাবিল আনন্দের উদ্ভুব ঘটে সেটা ঠিক যেন প্রদীপের আলোর মত মনের অহংকারের গাঢ় অন্ধকার দূরে থেকে বহু দূরে সরিয়ে দিয়ে হৃদয়ের আলোর উদ্ভুব ঘটতে শুরু করে। কিন্তু এই প্রকৃতির মন মুগ্ধ করা সংসারের আপন মনকে যক্ষণ সাম্য অবস্থার মধ্যে স্থির রাখা সম্ভবপর হবে। যদি মনকে সাম্য অবস্থার মধ্যে স্থির রাখতে না পারলে এই দুর্যয় গতিশীল মন ঘোড়ার মত আপন চালে চলার মত চেষ্টা করবে। আর ঐ আপন চালে মুগ্ধকর হয়ে গেলেই মনের ছন্দ এবং গতির তারতম্য ঘটবে। আর তখন থেকে মন সাম্য অবস্থা ছেড়ে অসাম্যের দিকে অগ্রসর হবে। তখন হৃদয়ের আলোর উজ্জ্বলতা কমতে থাকবে। তখন মনের কার্য কারণ সমন্ধের বিচার বিবেচনার সমন্ধ কমে যাবে ঠিক যেন একজন মোটর গাড়ি চালকের গাড়ির গতি কমে যায় যখন তার চার চাকার মধ্যে একটি চাকাও যদি পাম্পছার হয়ে যায়। তাহলে দেখা যাবে যে মোটর গাড়ির চাকার পাম্পছারের কারণে গাড়ির গতি কমতে শুরু করে। এমন একটা সময় আসে তখন আর সেই গাড়ি পথ চলার গতি একদম থেমে যায় অর্থাৎ গতিহীন হয়ে যায়। গতিহীন হওয়ার অর্থ হচ্ছে সাম্য অবস্থায় পরিবর্তন হওয়া। যখন ওই গাড়িটির চারটি চাকার বায়ুর অবস্থা সাম্য ভিতের উপরে অবস্থিত ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত গাড়িটি ছন্দময় গতিতে পথ চলতে সামর্থ্য বজায় রেখেছিল।তাহলে বলা যেতে পারে যখন হৃদয়ের মধ্যে বা মনের মধ্যে সাম্য জ্ঞানের আলো প্রদীপের মত কোন মানুষের অন্তর আত্মায় ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকে তখন ওই ব্যক্তি বা মানুষের মন থেকে বিষাদ সংগীতের অবসান ঘটে যেমন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে খাম খেয়ালী ব্যবহার বা মাথা পাগলামির মতো ধ্বংসাত্বক অবস্থার অবসান ঘটে। ওই মানুষের মনের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দ এবং নৈতিক উন্নতি পরিলক্ষিত বা সাধিত হয়। অর্থাৎ মনের বাগিচা দীপ্যমান প্রতিকৃতি এবং মনোরম ভাবে পুষ্পিত হয় এবং কার্যকরী ফলোৎপাদক প্রতি মূর্তির উদ্ভব হয়। মানুষের মনের ভেতরে যখন সুবিচার মার্জিত সুশ্রী সৌন্দর্য এবং কমনীয়তার উদ্ভুব হয়। আর সেই সমস্ত মানবীয় গুলির বহিঃপ্রকাশও ঘটে। অর্থাৎ আয়না বা দর্পণ যেমন হবে, তার প্রতিফলনও তদ্রুপ হবে। ইহাই স্বাভাবিক ভাবে ঘটে।মন যদি উচ্চস্থানে অবস্থান করে বা মর্যাদাবিশিষ্ট হয়। তাহলে মনের দ্বারা কর্মও এই সংসারে মর্যাদা সম্পূর্ণ হবে। কারণ আমি দেখতে যেমন আমার প্রতিফলিত ছবিও আমি তদ্রুপ দর্পনে দেখতে পাবো। কারণ আলোর কাজ যেমন অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আলোর ক্ষমতা অনুযায়ী প্রকাশ ঘটনো। মানুষের এই সংসারে প্রত্যেক মানুষের পরিবারে রয়েছে অঙ্গসজ্জার জন্য বিভিন্ন প্রসাধনী যেমন রয়েছে, তেমনি আবার অঙ্গের বেশভূশা দর্শনের জন্য রয়েছে দর্পণ বা আয়না। কোন কোন পরিবারে যেমন মানুষ সমান বড় দর্পণ থাকে আবার ছোট দর্পণ ও থাকে। বড় বা ছোট দর্পণ কেনা নির্ভরশীল হয় অর্থনীতির সরবরাহের উপরে। কৃত্রিম উপায়ে মানুষের পোষাক এবং পরিচ্ছদের দ্বারা নিজেকে সাজানো বা সমাজের উপযোগী করে তোলা। ইহা আপাত দৃষ্টিতে বা বাহ্যিক ভাবে ভালো রূপ শিক্ষা বা রূপচর্চার একটি বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদের একটি মৌলিক বা প্রধান কর্ম রয়েছে। সেট হলো আমাদের এই সভ্য সমাজে লজ্জা নিবারণের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ অবশ্য প্রয়োজন। সেই রূপ আবার বড় দর্পণ ব্যবহার করা হবে না ছোট দর্পণ ব্যবহার করা হবে। সেটা নির্ভর করে ব্যবহারকারীর ব্যবহারের উপর। তাহলে দেখা যাচ্ছে দর্পণের কাজ হচ্ছে এই প্রকৃতিতে শুধু মাত্র প্রতিচ্ছতি দর্শন। তাহলে বলা যায় দর্পণ যেমনই হোক ছোট বা বড় কাজ শুধু মাত্র আপন আপন প্রতিচ্ছবি দর্শন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে। যাই হোক, আমি সাধরণত দেখতে যেমন হবো, আমার প্রতিচ্ছবিও দর্পণে তদ্রুপ দেখতে পাবো। তবে হ্যাঁ দর্পন যদি নোংরা বা অস্পষ্ট হয়, তাহলে সাধারণও প্রতিচ্ছবিও অস্পষ্ট হবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। দর্পণের সাহায্যে যেমন আপন আপন প্রতিচ্ছবি দর্শন হয়। তেমনি আবার প্রত্যেক মানুষেরই নিজ, নিজ মনের দর্পণ হয়, আপন, আপন মুখমন্ডল। প্রত্যেক মানুষেরই আপন আপন ছবি মনের মধ্যে থাকে যখন এই ছবির বহিঃপ্রকাশ হয় আপন, আপন মুখ মন্ডলের দ্বারা তখন সেটা হয় আপন আপন মনের প্রতিচ্ছবি। এই মুখ মন্ডলের বাহিরের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করে মনের ভেতরে ছবিটা খারাপ নাকি ভালো। মুখ মন্ডলের প্রতিচ্ছবি সাধাণত যদি সুন্দর বা মুগ্ধকর হয় তবে বলা যায়, প্রদীপের আলোর মতোই হৃদয়ের আলোর বিচ্ছরণ হচ্ছে। আর যদি সেরকমটি না হয়, তাহলে বলা যায় হৃদয়ের আলো এখনো প্রজ্বলিত হওয়া বাকী রয়েছে। যদি মেঘ মুক্ত আকাশ হয় আর আকাশে চাঁদের আলোর রশ্মির প্রতিচ্ছবিও উজ্জ্বল হবে। আর ঐ একই আকাশে যখন মেঘে ঢেকে থাকবে, তখন স্বভাবত কারণেই চন্দ্র আকাশে উদীয়মান থাকলেও চাঁদের আলোর রশ্মির প্রতিচ্ছবি উজ্জ্বল প্রকাশ হবে না। তদ্রুপ ভাবে আমরা সহজেই বলতে পারি যে প্রদীপের আলোর মতই হৃদয়ের আলো প্রজ্বলিত করা সম্ভব।

অগ্নিমূল্য পেট্রোপণ্যে নাজেহাল গৃহস্থ

তাপস চট্টোপাধ্যায়

Masive hike in petrol price example of the faliure of congress led UPA government. This would put a burden of hundred of crores on Gujarat.

(পেলের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ইউপিএ সরকারের বিফলতার অন্যতম নিদর্শন। এর জন্য গুজরাট সরকারের ওপর কয়েক শো কোটির বোঝা চাপতে পারে।)

তৎকালীন গুজরাট হঠাৎই পেট্রলের দাম প্রতি লিটার ৬৯-৭০ টাকা থেকে বেড়ে একলাফে হয়ে যায় ৭৮ টাকা প্রতি লিটার। ৭ টাকা ৯২ পয়সা প্রতি লিটারে পেট্রলের এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করে ২০১২ সালের ২৩ শে মে রাত ৮ টা ২৪ মিনিটে তৎকালীন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার ট্যুইট করে রাজ্যবাসীকে তার আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছিলেন।

এরপর গত এক দশকে নর্মদা থেকে যমুনায় গড়িয়েছে অনেক জল। "আচ্ছে দিন" এর সংকল্প নিয়ে বিগত সাত বছর কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায়, মোদি সরকার ক্ষমতায়নের দ্বিতীয় পর্বে আজ যেখানে রাজধানী শহরে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ১০৫ টাকা সেখানে বানিজ্য নগরী মুম্বইয়ে পেলের দাম প্রতি লিটার ১১৫ টাকা। আলোচ্য বিষয় হলো ইন্ধনের এই চড়াই উতরাই শুধুই কি রাজনৈতিক ইন্ধনের বিষয়বস্তু নাকি জনজীবনকেও এ সমানভাবে প্রভাবিত করে?

মোদি সরকারের বিগত সাত বছরে পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বনিম্ন ৫৭ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৭১টাকা থেকে সর্বনিম্ন ৮৯ টাকা এবং ১০৩ টাকা, শতাংশের হিসেবে যা ৫৬ শতাংশের বেশি।

তুলনামূলক ভাবে ইউপিএ আমলে পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল সর্বোচ্চ ৩৬ টাকা থেকে সর্বনিম্ন ২৩ টাকা। শতাংশের হিসেবে যা সর্বোচ্চ ৭৭ থেকে সর্বনিম্ন ৬৬ শতাংশ।

তথ্যের এই বিচারে কেন্দ্রের মোদি সরকার আচ্ছে দিনের দাবি করতেই পারেন। কিন্তু এই তত্বের গভীরে এর সারবত্তাটাও একবার বুঝে নেওয়া দরকার পেট্রোপণ্যের মূল্য সূচকের গতিবিধি সার্বিক ভাবেই আন্তর্জাতিক বাজারের মুখাপেক্ষী। সারা বিশ্বের তেলত্ত উৎপাদনকারী সংস্থার আকরিক তেলের উৎপাদন এবং চাহিদার টানাপোড়েনেই এর ওঠানামা নির্ভর করে। ২০০৪ থেকে ২০১৪, ইউপিএ আমলে আন্তর্জাতিক বাজারে আকরিক তেলের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছিল ৩৪.১৬ ডলার থেকে ১১০ ডলার প্রতি ব্যারেলে। শতাংশের হিসেবে যা ছিল ২২২ শতাংশ। অথচ ২০১৪ সালের পর আন্তর্জাতিক বাজারে আকরিক তেলের দাম ১০৯ ডলার থেকে কমে দাঁড়ায় ৭৮.৮৫ ডলার প্রতি ব্যারেল (জুন ২০২১)। অর্থাৎ ইউপিএ জমানায় আন্তর্জাতিক বাজারে যেখানে আকরিক তেলের দান ২০০ বৃদ্ধি পেয়েছিল সেখানে মোদি জমানায় কমে যায় প্রায় ২৭.৬৫।

আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোপণ্যের এই / নিম্নগতিকে কেউ কেউ "আচ্ছে দিন" এর মাইল ফলক

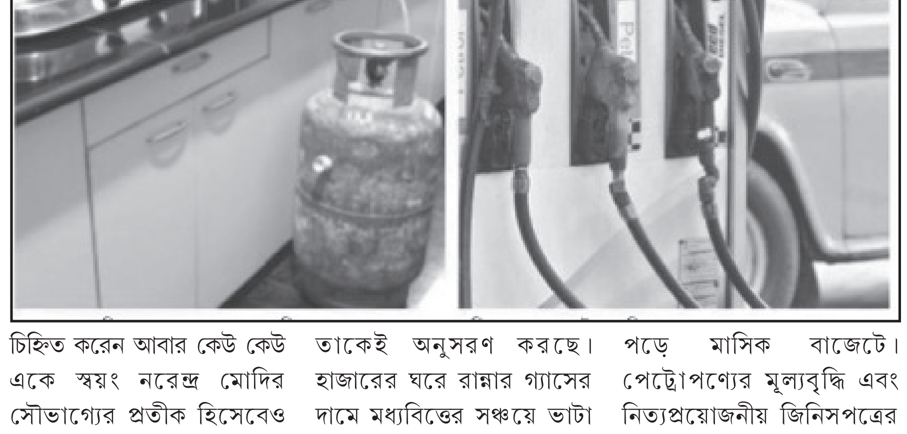

চিহ্নিত করেন আবার কেউ কেউ একে স্বয়ং নরেন্দ্র মোদির সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবেও মেনে নেন। আমজনতার এই দুই ধারণাই প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করে। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি নির্বাচনী জনসভায় নিজেরত্ত সৌভাগ্যের এই আলোচনাকে উসকে দিয়ে তিনি বলেন, "হ্যা আমি স্বীকার করছি আমি ভাগ্যবান। কিন্তু আপনারাও তো সঞ্চয় করতে পেরেছেন। যদি আমার সৌভাগ্যের জন্য পেট্রোল ডিজেলের দাম কমে এবং আমজনতার সঞ্চয় বাড়ে তাহলে অন্য একজন দুর্ভাগ্যবানকে আনবেন কেন?" কিন্তু দুর্ভাগ্য এটাই যে প্রধানমন্ত্রীর সৌভাগ্যের সে দিন চিরস্থায়ী হয়নি। পেট্রোলের দাম আজ তিন অহে পৌঁছেছে, ডিজেলর দামও তাকেই অনুসরণ করছে। হাজারের ঘরে রান্নার গ্যাসের দামে মধ্যবিত্তের সঞ্চয়ে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির মফস্বল এবং শহরাঞ্চলের মধ্যবিস্ত এবং নিম্ন মধ্যবিস্ত পরিবারই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন। শাকসবজি, ফলমূল, দুধ, মাছ, মাংস, চাল, ভাল, তেল, নুন, মসলা ইত্যাদি একাধিক নিত্যপ্রয়োজনীয়ত্ত জিনিসপত্রের খরচের ওপর নির্ভরশীল। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি পরোক্ষ ভাবে পণ্যের মূল্যকেও প্রভাবিত করে। এর সরাসরি প্রভাব খালিচোখে ধরা না পড়লেও গৃহস্থকে চাহিদা আর প্রাপ্তির টানাপোড়েনে চাহিদাতেই লাগাম পরাতে হয়। শুধুমাত্র মধ্যবিত্তের হেঁসেলেই নয়, তাদের পেশাগত ক্ষেত্রও নিজ এবং গণপরিবহণের খরচও অনেকটাই বেড়ে যায়, টান পড়ে মাসিক বাজেটে। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যে সিংহভাগ প্রভাবিত হন শহরাঞ্চলের দিনমজুর পরিচারিকা ছোটখাটো পরিবহণ মালিক এবং ছোট ব্যবসায়ীদের একাংশ। মূল্যবৃদ্ধি জীবন যাপনের মানকে নিঃশেষিত করে। পরিমাণ এবং গুণমানের সঙ্গে আপোস করতে প্রায়শই টান পড়ে পুষ্টিতে। বিঘ্নিত হয় জনস্বাস্থ্য। গত দু'বছর অতিমারীর আতঙ্ক কাটিয়ে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী আজ সবে শ্বাস নিতে শুরু করেছে। গৃহবন্দি ঘরবন্দি মুখে মাস্ক স্যানিটাইজার, সরকারি স্বাস্থ্যবিধি হাজারো বিধিনিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়েও আমজনতা আজ মূল্যবৃদ্ধির জালে নাজেহাল। কিন্তু ওই দুর্গতির আসল কারণ কি? কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের প্রতিনিধিরা অবশ্য একেবারেই একটু. বেশিই আন্তর্জাতিকতাবাদী। পেট্রোপণোর মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগ উঠলেই অনায়াসে আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর দোষ চাপিয়ে পাশ কাটান। কিন্তু সত্যিই কি তা? আসুন, এক নজরে দখে নেওয়া যাক আসল সত্যটা। ২০১৪র মে মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে আকরিক তেলের মুল্য ১০৯.৫৪ ডলার প্রতি ব্যারেল থেকে ২০২১ এর ফেব্রুয়ারিতে কমে দাঁড়ায় ৬২.২৮ ডলার প্রতি ব্যারেল। অথচ এই পতন পেট্রোপণ্যের মুল্যে কোনও প্রভাব ফেলে না। ২০১৪র মে মাসে দিল্লিতে (গোটা দেশের নিরিখে) পেট্রোলের প্রতি লিটারের দাম ছিল ৭১.৪১,২০২১র ফেব্রুয়ারিতে যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৬.৩০ টাকা প্রতি লিটার। আসলে পেট্রোপণ্যের মূল্যের এই অসম ভোজবাজীর তথ্যের অন্দরে যে ততটা লুকিয়ে আছে তা হলো পেট্রোপণ্যের ওপর কেন্দ্র এবং রাজ্যের একযোগে করের করায়ত্ত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্কাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় সচিবালয়ে দপ্তরের কাজকর্ম পর্যালোচনা করেন তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী ভগবান দাস। ছবি ঃ নিজস্ব

সাধারণ শ্রেণির টিকিটধারীদের বদৌলতে অগ্রিম টিকিট করেও সংরক্ষিত কামরায় আসন পাচ্ছেন না রেলযাত্রীরা, অভিযোগ

হাফলং (অসম), ৬ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতীয় রেলে এবার টিকিট সংরক্ষণ করে বসার আসনের জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে রেলযাত্রীদের। রেলযাত্রীরা ট্রেনের টিকিট সংরক্ষণ করেও বসার জন্য আসন পাচ্ছেন না, অভিযোগ রেলযাত্রীদের।

কোভিড অতিমারির সময় ভারতীয় রেল যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিতে সাধারণ শ্রেণির কামরাগুলি তুলে দিয়েছিল। তার পর থেকে সাধারণ শ্রেণির কামরা ছাড়াই এখনও চলছে যাত্রীবাহী ট্রেন। এমন-কি কোভিড অতিমারির সময় সাধারণ শ্রেণির টিকিট বিক্রি বন্ধ রেখেছিল ভারতীয় রেল। কিন্তু বর্তমানে সমগ্র দেশে কোভিড পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার পর, আবার রেল স্টেশনগুলিতে সাধারণ শ্রেণির টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। কিন্তু যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিতে সংরক্ষিত কামরা ছাড়া সাধারণ শ্রেণির রেল যাত্রীদের জন্য নেই কোনও সাধারণ শ্রেণির কামরা। এতে ট্রেনে বাড়েছে ভিড়।

তাই এবার অনেক রেলযাত্রী সাধারণ শ্রেণির টিকিট নিয়ে চড়ে বসেন ট্রেনের সংরক্ষিত কামরায়। যার দরুন যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিতে আসন সংরক্ষণ করেও অনেক রেলযাত্রী নিজের সংরক্ষিত আসনে বসতে পারেন না। ফলে রেলে যাত্রী দুর্ভোগ বেড়ে গেছে। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে ট্রেনে কর্তব্যরত টিটিই-দের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে করে শুরু করেছেন রেলযাত্রীরা। কেননা, সাধারণ শ্রেণির টিকিট প্রত্যেক স্টেশনের কাউন্টারে বিক্রি শুরু হওয়ার দরুন এখন যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিতে ভিড় প্রচণ্ড বেড়েছে।

মাইবাঙের জয়ন্ত দত্ত নামের এক রেলযাত্রী জানিয়েছেন, মঙ্গলবার তিনি শিলচর-কয়াম্বটুর এক্সপ্রেস ট্রেনে শিলচর-থেকে মাইবাং পর্যন্ত ডি-২ কামরায় আসন সংরক্ষণ করেছিলেন। ট্রেনটি শিলচর থেকে ছাড়ার সময় ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু বদরপুর আসার পর ট্রেনের কামরায় সাধারণ শ্রেণির টিকিট নিয়ে অনেক যাত্রী ডি-১ ডি-২ কামরাগুলিতে ভিড় করেন। চারজনের আসনের জায়গায় ছয়জন করে যাত্রী বসেন। এমন-কি এই কামরাগুলিতে এতই ভিড় ছিল যে আসন সংরক্ষণ করেও অনেকে বসার জায়গা পর্যন্ত পাননি। সাধারণ শ্রেণির টিকিট নিয়ে অনেক রেলযাত্রী জোর করে অন্যের সংরক্ষিত আসনে বসে পড়েন। কিন্তু সে সময় ট্রেনে কর্তব্যরত টিটিইদের খুঁজে পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ করেন জয়ন্ত দত্ত নামের ওই রেলযাত্রী। এমন-কি বদরপুর স্টেশন ম্যানেজারকে রেলযাত্রীরা অভিযোগ জানানোর পরও তিনি কোনও পদক্ষেপ নেননি বলে অভিযোগ করেন ওই রেলযাত্রী। অভিযোগ, ট্রেনের এই সব কামরা যখন ভিড়ে ঠাসা, ঠিক সে-সময় ট্রেনের কর্তব্যরত টিটিইবাবুরা বাতানুকুল কামরায় দিব্যি বসে থাকেন বলেও অভিযোগ করেন রেলযাত্রীরা। এভাবে প্রতিদিনই ট্রেনগুলিতে আসন সংরক্ষণ করে রেলযাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় এবং সাধারণ টিকিট নিয়ে চলাচলকারী রেলযাত্রীদের জন্য দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাই ভারতীয় রেলের এমন ভূতপড়ে কাণ্ডে এবার যাঁরা গাঁটের পয়সা খরচ করে আগে থেকে ট্রেনের টিকিট সংরক্ষণ করেন ট্রেনে চড়ে বসার জন্য, তাঁরা নিজের সংরক্ষিত আসন না পাওয়ায় রেল বিভাগের উপর এ সব যাত্রীদের ক্ষোভ বাড়ছে।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাজ্য সরকারের বিনামূল্যে বই বিতরণ শুরু করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ এপ্রিল (হি.স.) : রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ শুরু হয়েছে করিমগঞ্জে। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে বই বিতরণ শুরু করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক খয়রুল ইসলাম হাজারি। করিমগঞ্জ শহর শিক্ষা খণ্ডের অন্তর্গত নগেন্দ্রনাথ তিলকচাঁদ মধ্যশবঙ্গ বিদ্যায়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ শুরু হয়েছে আজ। বিদ্যাকলয়ের প্রধানশিক্ষক অশোক দত্তের হাতে বই তুলে দেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক খয়রুল ইসলাম হাজারি। টেক্সট বুক বিতরণের সূচনা করে হাজারি বলেন, সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। এখন ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই, পোশাক, মধ্যাহ্ন আহার প্রভৃতি দিচ্ছে সরকার। সরকারের এই সকল প্রকল্পকে যথাযথ বাস্তবায়ন করছে শিক্ষা বিভাগ। তিনি সবাইকে শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান। বিভাগের ডিপিও (টিটি) বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, শিক্ষার মান অনেকটাই উন্নত হয়েছে। তবে এই ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, সিআরসিসি সহ সবাইকে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। বিনামূল্যের টেক্সট বুক বিতরণের সূচনা লগ্নে এদিন নগেন্দ্রনাথ তিলকচাঁদ মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন শহরের লঙ্গাইরোড ও মেইন রোড ক্লাস্টারের সিআরসিসি চয়ন বণিক, শতাব্দী দাস, সানি দে, গোপা সেন, শহর ব্লকের অ্যালকাউনটেন্ট অসীম রায়, প্রণব ধর প্রমুখ।

এদিকে দিন কয়েক আগে শহর ব্লকে শুরু হয় উৎসব বিদ্যারম্ভ। এজন্য বিভিন্ন এলপি স্কুলে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৪৮৭ নম্বর পশ্চিম কানিশাইল এলপি স্কুল, ২৭১ নম্বর লঙ্গাই রোড এলপি স্কুল ও শ্রীভূমি এলপি স্কুলে উৎসব বিদ্যারেম্ভের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। লঙ্গাই রোড ক্লাস্টারের অধীনস্থ স্কুলগুলোর অনুষ্ঠানে ছিলেন সিআরসিসি চয়ন বণিক। কয়েকটি স্কুলে উপস্থিত ছিলেন ডিপিও বিকাশ ভট্টাচার্য সহ অন্যসরা।

সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী অনিল দেশমুখ-র

মুম্বই, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন জানালেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ। তাকে হেফাজতে নেওয়ার বিশেষ সিবিআই আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বোম্বে হাইকোর্টে দায়ের করা একটি পিটিশনের শুনানি বুধবার হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

সিবিআই এর আগে অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে আর্থিক তোলাবাজির বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করেছিল এবং তাকে হেফাজতে নিতে সোমবার আর্থার রোড জেলে পৌঁছেছিল। তারা জানিয়েছিল, কাঁধে আঘাতের কারণে দেশমুখকে জেজে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিবিআই হেফাজতের বিরোধিতা করে বোম্বে হাইকোর্টে একটি আবেদন করেন। বিচারপতি রেবতী মাহিতি দেরের বেঞ্চ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আবেদনটি অন্য বেঞ্চে শুনানির জন্য নেওয়ার জন্য।

দেশমুখের আইনজীবী বুধবার বিকেলে শুনানির জন্য বিচারপতি প্রকাশ নায়েকের বেঞ্চে একটি পিটিশন দাখিল করেন। বরখাস্ত হওয়া পুলিশ আধিকারিক শচীন ওয়াজে, সঞ্জীব পালান্দে এবং কুন্দন শিন্ডেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে রাখা হয়েছে। অনিল দেশমুখ, শচীন ভাজে, সঞ্জীব পালান্দে এবং কুন্দন শিন্ডের বিরুদ্ধে তোলাবাজির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে সিবিআই।

পরিবারতান্ত্রিক দল গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): পরিবারতান্ত্রিক দল গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক, সেই সমস্ত দলকে শুধুমাত্র বিজেপিই উচিত জবাব দিতে পারবে। বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। বিজেপির ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বুধবার দিল্লির কারোল বাগে শোভাযাত্রায় অংশ নেন নাড্ডা। সেখানে তিনি বলেছেন, 'অনেক রাজ্যেই আমরা বিরোধী, সেখানে পরিবারতান্ত্রিক দলের সঙ্গে আমাদের লড়াই। এই সমস্ত পরিবারতান্ত্রিক দল গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক, সেই সমস্ত দলকে শুধুমাত্র বিজেপিই উচিত জবাব দিতে পারবে।'

জে পি নাড্ডা বলেছেন, 'মোদীজির নেতৃত্বে আমাদের দল পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে দু''বার সরকার গঠন করেছে। বিজেপিই একমাত্র দল যে দল ১৯৮৮ সালের পর রাজ্যসভায় ১০০ সংখ্যা অতিক্রম করেছে। বর্তমানে ১২টি রাজ্যে সম্পূর্ণরূপে বিজেপি সরকার এবং ১৮টি রাজ্যে আমাদের জোট সরকার রয়েছে।' নাড্ডা আরও বলেছেন, 'একটা সময় ছিল যখন সংসদে আমাদের মাত্র দু''জন সদস্য ছিলেন, মানুষ আমাদের নিয়ে মজা করত। বর্তমানে মোদীজির নেতৃত্বে এই গৌরব অর্জন করেছে বিজেপি, বর্তমানে আমাদের দলই বিশ্বের বৃহত্তম।'

মান্ডিতে রোড-শো কেজরিওয়াল ও মানের, আপ প্রধান বললেন হিমাচলেও উৎখাত হবে দুর্নীতি

মান্ডি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লি ও পঞ্জাবের পর এবার আম আদমি পার্টি (আপ)-র নজর হিমাচল প্রদেশের দিকে। বুধবার হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায় বিরাট রোড-শো করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। রোড-শো থেকে কেজরিওয়াল জানালেন, 'প্রথমে দিল্লি এবং তারপর পঞ্জাবে দুর্নীতি নির্মূল করেছি, এবার সময় এসেছে হিমাচল প্রদেশ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করার।' কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আমাদের দলকে একবার সুযোগ দিন, আমরা দেখিয়ে দেব উন্নয়নের মানে কী?'

মান্ডিতে রোড-শো''র মাধ্যমে শুরু হয়ে গেল আপ-এর ''মিশন হিমাচল''। বুধবারের এই রোড-শো''তে আম আদমি পার্টির হাজার হাজার সমর্থকরা অংশ নেন। আগামী ৯ এপ্রিল শিমলায় রোড-শো করবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। তার আগে বুধবার শক্তি প্রদর্শন করল আম আদমি পার্টি। আপ-কে ভোট দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেছেন কেজরিওয়াল ও ভগবন্ত মান।

শুরু হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ সভা, চলবে শুক্রবার পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : আজ বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ সভা। চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। পরে ৮ এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত জানাবার কথা রয়েছে।

সূত্রের দাবি, ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মনিটরি পলিসি কমিটির সভায় আর্থিক পরিস্থিতি আলোচনা হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাশের নেতৃত্ব ছয় সদস্য-রা সভায় উপস্থিত থাকবেন। রেপো রেট, রিভার্স রেপো রেট, ব্যাঙ্ক রেট ইত্যাদি পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানা গিয়েছে।

বর্তমানে রেপো রেট মাত্র ৪ শতাংশ, রিভার্স রেপো রেট মাত্র ৩.৩৫ শতাংশ। নতুন আর্থিক অর্থবছরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনিটরি পলিসি কমিটির এটাই প্রথম সভা। ফেব্রুয়ারি মাসে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি ১৩.১১, খুচরো মূল্যবৃদ্ধি ৬.০৭, মার্চে তা আরও বেড়েছে বলেই আশঙ্কা। পেট্রোল, ডিজেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম দ্রুত বাড়ছে। এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো, রিভার্স রেপো ও অন্যান্য রেট বাড়াবার পথে যাবে কিনা, সেটার দিকে তাকিয়ে সংশ্লিষ্ট সব মহল।

ইডি ডিরেক্টরের মেয়াদ বাড়ানোর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : ইডি ডিরেক্টর সঞ্জয় মিশ্রের এক বছরের মেয়াদ বাড়ানোর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র সাকেত গোখলে। পিটিশনে বলা হয়েছে, মিশ্রকে আরও মেয়াদ না দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের লঙ্ঘন।

একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে কেন্দ্র ইডি এবং সিবিআই ডিরেক্টরদের মেয়াদ পাঁচ বছর বাড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ইডি ডিরেক্টর সঞ্জয় মিশ্রকে একবছর বাড়ানোকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদনটি খারিজ করে দেয়। সুপ্রিম কোর্ট বলে, মেয়াদ বাড়ানোর অধিকার সরকারের আছে, তবে এটি শুধুমাত্র খুব জরুরি ক্ষেত্রে করা উচিত। আগে আদালত বলেছে, মেয়াদ সীমিত সময়ের জন্য হওয়া উচিত। বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাওয়ের নেতৃত্বে বেঞ্চ বলেছে যে ইডি ডিরেক্টরকে আর কোনও এক্সটেনশন দেওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ নভেম্বরে সঞ্জয় মিশ্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আর কোনো মেয়াদ বাড়ানো হবে না।

আততায়ীর গুলিতে নিহত পঞ্জাবের পাতিয়ালায় কাবাডি খেলোয়াড় ধর্মেন্দর সিং

পাতিয়ালা(পঞ্জাব), ৬ এপ্রিল (হি.স.) : মঙ্গলবার রাতে পঞ্জাবের পাতিয়ালায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে একটি সংঘর্ষে কাবাডি খেলোয়াড় ধর্মেন্দর সিংকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে সিংকে গুলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

পাতিয়ালার পুলিশ সুপার হরপাল সিং জানিয়েছেন, 'আমরা এই বিষয়ে একটি মামলা নথিভুক্ত করেছি এবং অভিযুক্তকে খুঁজছি। মৃত এবং অভিযুক্ত দুজনেই পাতিয়ালা জেলার দৌন কালান গ্রামের বাসিন্দা ।'

নিহত ধর্মেন্দর সিংয়ের ভাই বলেন, আমার দাদা একজন কাবাডি খেলোয়াড় ছিলেন এবং কাবাডি ম্যাচের আয়োজনও করতেন। এর আগে এবছরের ১৪ মার্চ জলন্ধরে আন্তর্জাতিক কাবাডি খেলোয়াড় সন্দীপ নাঙ্গল আম্বিয়াকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

''সফট টার্গেট'' মৃত্যু রুখতে কাশ্মীরের গ্রামে শুরু হয়েছে রাতের টহল : আইজিপি

শ্রীনগর, ৬ এপ্রিল (হি.স.): কাশ্মীরে ভিন রাজ্যের নাগরিকদের মাঝেমধ্যেই নিশানা করছে সন্ত্রাসবাদীরা। আক্রান্ত হচ্ছেন কাশ্মীরি পন্ডিতরাও। ''সফট টার্গেট'' মৃত্যু রুখতে এবার কাশ্মীরের গ্রামে শুরু হয়েছে রাতের টহল। জানালেন কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার। বুধবার কাশ্মীরের আইজিপি জানিয়েছেন, কাশ্মীরের প্রত্যন্ত গ্রাম, যেখানে ভিন রাজ্যের বাসিন্দা ও কাশ্মীরি পণ্ডিতরা থাকেন সেই সমস্ত গ্রামে রাতের টহল শুরু করেছে পুলিশ ও সুরক্ষা বাহিনী। আইজিপি আরও জানিয়েছেন, ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে মার্চ মাস অবধি কাশ্মীরে নিকেশ হয়েছে ৬৬ জন সন্ত্রাসবাদী, তাই হতাশ হয়েই সাধারণ মানুষকে টার্গেট করছে জঙ্গিরা। কাশ্মীরের আইজিপি আরও জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার ঘটনায় সমস্ত সন্ত্রাসবাদীকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বিজয় কুমারের কথায়, পুলওয়ামা জেলায় স্থানীয় নন এমন দু''জন শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে, জড়িত জঙ্গিদের আমরা চিহ্নিত করেছি। শোপিয়ানের প্রত্যন্ত গ্রামে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে, শীঘ্রই জঙ্গিদের নিকেশ করা হবে।

করোনার দৌরাত্ম্যে উদ্বেগে চিনে; একদিনে সংক্রমিত ২০,৪৭২ জন, মৃত্যু হয়নি কারও

বেজিং, ৬ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে চিনে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২০ হাজারের বেশি মানুষ। বিগত দু''বছরের মধ্যে চিনে সর্বোচ্চ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তবে, শেষ ২৪ ঘন্টায় চিনে কারও মৃত্যু হয়নি। চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন বুধবার জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২০,৪৭২ জন। এই সময়ে কারও মৃত্যু হয়নি।

সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে চিনের ''শূন্য কোভিড'' কৌশল রীতিমতো চাপের মধ্যে রয়েছে। চিনে এই মুহূর্তে করোনা-সংক্রমণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূলত ওমিক্রন প্রজাতির হাত রয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত ২০,৪৭২ জনের অধিকাংশের তেমন উপসর্গ নেই। বিগত ২৪ ঘন্টায় সবথেকে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন চিনের আর্থিক কেন্দ্র সাংহাইতে, যেখানে এখন লকডাউন লাগু রয়েছে। সাংহাইয়ের পরিস্থিতিই সবথেকে বেশি উদ্বেগজনক। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বিগত ৮ বছরে সুশাসনের নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে মোদী সরকার : হরদীপ পুরী

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): বিগত ৮ বছরে সুশাসনের নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরী, বিজেপির ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার সকালে দিল্লিতে নিজ বাসভবনে বিজেপির দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন হরদীপ সিং পুরী। পরে তিনি বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার বিগত ৮ বছরে সুশাসনের একটি নতুন সংজ্ঞা দিয়েছে-সুশাসনও ভাল রাজনীতি।' সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হরদীপ সিং পুরী আরও বলেছেন, 'আমি আপনাদের উত্তর প্রদেশের একটি উদাহরণ দিতে চাই, আমরা সেখানে সাফল্য পেয়েছি কারণ সেখানে দ্রুত এবং আন্তরিকতার সঙ্গে উন্নয়ন করা হয়েছিল।' বিজেপির ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন বিজেপির সমস্ত নেতা ও কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী।

বৃহত্তর অসমিয়া সমাজে বাঙালিদের সংযোজন করায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ বিডিএফ-প্রধান প্রদীপের

শিলচর (অসম), ৬ এপ্রিল (হি.স.) : বৃহত্তর অসমিয়া সমাজে বাঙালিদের সংযোজন করায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়। তবে রাজ্যের জনবিন্যাসে মুখ্যমন্ত্রীর ধর্মকে বিভাজনকে সমর্থন করেন না প্রদীপ।

আজ বুধবার বিডিএফ-প্রধান প্রদীপ দত্তরায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সম্প্রতি অসমের জনবিন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, রাজ্যে অসমিয়ার সংখ্যা ৬২ শতাংশ এবং বাকি ৩৮ শতাংশ অন্য জনগোষ্ঠী যাঁদের ধর্ম ভিন্ন। তাই ভবিষ্যতে অসমে মুখ্যমন্ত্রিত্ব সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অসমিয়াদের কর্তৃত্ব থাকবে কিনা সে ব্যাপারে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ওই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রদীপ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যে ৬২ শতাংশের হিসাব দিয়েছেন, তাতে আহোম, কার্বি, মিসিং, ডিমাসা ইত্যাদি জনজাতি সহ রাজ্যে বসবাসকারী বিহারী, মাড়োয়ারি এবং বাঙালি হিন্দুদেরও তিনি ধর্তব্যের মধ্যে এনেছেন। সেজন্য বিডিএফ তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। প্রদীপের ব্যাখ্যা, অসম একটি বহুভাষিক রাজ্য। আবহমান কাল থেকে এই রাজ্যে বিভিন্ন ভাষিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক রয়েছে। তাই বৃহত্তর অসমিয়া জনগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালি সহ অন্যান্য ভাষিক গোষ্ঠীকেও মুখ্যমন্ত্রী স্বীকৃতি দিয়েছেন তাকে বিডিএফ স্বাগত জানায়। কেননা, বরাক উপত্যকা সহ এই বাজ্যের প্রতিটি বাঙালি অসমিয়া সহ সব জনগোষ্ঠীর সাথে সুসম্পর্ক চান এবং সবার ভাষা সংস্কৃতিকে সম্মান করেন। পাশাপাশি প্রদীপ বলেন, তাঁরা এ ধরনের ধর্মভিত্তিক বিভাজনের পক্ষপাতি নন। হিন্দু মুসলিম মিলিয়ে এই রাজ্যে বঙ্গভাষীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি। তাই তাঁরা চান সবার সম-মর্যাদা ও সম-উন্নয়ন।

বিডিএফ-প্রধান আরো বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যিকার অর্থে এই রাজ্যের বাঙালিদের উন্নয়ন চান তবে তা কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। তিনি বলেন, বরাকের ৭০ শতাংশ মানুষ বঙ্গভাষী। কিন্তু সরকারি উদ্যোগের অভাবে এখানে সঠিক উন্নয়নের চাকা স্থবির। বলেন, বরাক উপত্যকার ছেলেরা সীমাহীন বেকারত্বের সমস্যায় জর্জরিত, এখানে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। সরকারকে এই সমস্যার সমাধানে অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। অনৈতিকভাবে ''ভাষা শহীদ স্টেশন'' নামাকরণের ব্যাপারকেও ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাস্ট্রমন্ত্রক এবং রেল দফতর এ ব্যাপারে আপত্তি নেই বলে সবুজ সংকেত দিয়েছে, সেখানে বরাকের ৩৫ লক্ষ জনগণের এই দাবিকে সম্মান জানানো রাজ্য সরকারের কর্তব্য। এছাড়া বাংলাকে রাজ্যের সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিও অনেকদিন ধরে করে আসছেন এই রাজ্যের বাঙালিরা। এ ব্যাপারেও সরকারের তরফে সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলে দাবি করেছেন প্রদীপ দত্তরায়। তবে এ সব দাবি পূরণ না হলে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন বিডিএফ-প্রধান প্রদীপ।

সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ নেপাল মাহাতোর

পুরুলিয়া, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পুরুলিয়া জেলার কংগ্রেস সভাপতি প্রাক্তন বিধায়ক নেপাল মাহাতো। ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু হত্যা-মামলার তদন্তভার পেয়েছে সিবিআই। সোমবার হাই কোর্ট ওই হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু সেই ঘটনার পর মাঝে একটা দিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু তারা এখনও তদন্ত শুরু করেনি বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। ঘটনাচক্রে, বুধবার সকালে তপন হত্যার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে।

গত ১৩ মার্চ বিকেলে খুন হন তপন। কংগ্রেস কাউন্সিলরের বৈকালিক ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিরঞ্জন বৈষ্ণব ওরফে সেফাল। বুধবার সকালে নিজের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় সেই নিরঞ্জনের দেহ।

তা নিয়ে ক্ষোভ চেপে রাখেননি নেপালবাবু। নিরঞ্জনের মৃত্যু নিয়ে তাঁর মন্তব্য, "আমি একটা ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তিন দিন হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল আসেনি এখানে। সিবিআই তদন্তের নির্দেশের পর সকলেই স্বস্তির শ্বাস ফেলেছিল। সিবিআই গতকাল চলে এলে এই ঘটনা ঘটত কি না সন্দেহ।'' নেপালবাবুর ক্ষোভ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা 'গড়িমসি' না করলে এমনটা ঘটত না। যদিও বুধবার সিবিআইয়ের একটি দল রামপুরহাট থেকে ঝালদার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বুধবার নিরঞ্জনের দেহের কাছে মিলেছে সুইসাইড নোট। তাতে লেখা , 'যে দিন থেকে তপনের হত্যা হয় সে দিন থেকে আমি মানসিক অবসাদে ভুগছি। যে দৃশ্যটি দেখেছি, তা মাথা থেকে কোনও রকমে বার হচ্ছে না। ফলে রাতে ঘুম হচ্ছে না... তার উপর পুলিশের বার বার ডাক।' তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলেও লিখেছেন ওই সুইসাইড নোটে। তাতে লেখা, 'আমি জীবনে থানার চৌকাঠ পার করিনি।

আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ...সে জন্যই এই পথ বেছে নিলাম। এতে কারও কোনও প্ররোচনা নেই।' এ নিয়ে নেপালবাবুর প্রতিক্রিয়া, 'এই আত্মহত্যা এবং সুইসাইড নোট থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে, পুলিশের অত্যাচার কোন জায়গায় পৌঁছেছে।''

সত্র-নামঘরে সংগঠিত লাগাতার চুরিকাণ্ডের প্রতিবাদে বরপেটায় অবস্থান ভক্তকুলের

বরপেটা (অসম), ৬ এপ্রিল (হি.স.) : নিম্ন অসমের বরপেটার সত্র, নামঘর ও কীর্তনঘরে সংগঠিত চুরিকাণ্ডের প্রতিবাদে আজ অবস্থান-ধরনায় বসেন ভক্তকুল।

পূর্ব-ঘোষিত সূচি অনুযায়ী এক নজিরবিহীন ইতিহাস রচনা করে ঐতিহ্যমণ্ডিত বরপেটা সত্রে আজ বুধবার সকাল ১০টা থেকে পুরুষ-মহিলা ভক্তকুল নাম-প্রসঙ্গ ছেড়ে চুরিকাণ্ডের প্রতিবাদে দু-ঘণ্টার অবস্থান-ধরনা কর্মসূচি পালন করেছেন। বরপেটা জেলা সদর শহর এবং পার্শবর্তী অঞ্চলের সত্র-নামঘর-কীর্তনঘর ইত্যাদিতে সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন চুরির ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার দাবিতে বরপেটা সত্রের সর্বস্তরের ভক্ত দালানের সামনে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি সংগঠিত করেছেন।

দু-ঘণ্টার ধর্মঘট শেষে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে একটি স্মারকপত্র পাঠানো হয়েছে। স্মারকপত্রে তাঁরা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত সৃষ্টিকারী কার্য বন্ধ করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি দাবি করেছেন তাঁরা। আজকের অবস্থান-ধরনায় ছিলেন বরপেটা সত্রের ডেকা সত্রীয়া গৌতম পাঠক, সত্র পরিচালন সমিতির বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীগণ, পুরুষ-মহিলা ভক্তবর্গ।

এদিকে বরপেটার সত্র ও নামঘরে চুরির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ইতিমধ্যে ভগবান মজুমদার নামের কুখ্যাত এক চোরকে জালে তুলেছে পুলিশ। তার সঙ্গে পাকড়াও করা হয়েছে সামাদ উদ্দিন এবং রুহুল আহমেদ নামের আরও দুই চোরকে। তাদের ঘরে হানা দিয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে মন্দিরের বহু চুরি সামগ্রী।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

রোজা কোলেস্টেরলের মাত্রা এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়

আপনজন ডেস্ক: এই মুহূর্তে চলছে পবিত্র রমজান মাস। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকছেন গোটা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিম। কয়েক বছর ধরে উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোতে রোজা পড়েছে গ্রীষ্মকালে। ফলে এসব দেশের মুসলিমদের রোজা রাখতে হচ্ছে গরমের মধ্যে দীর্ঘসময় ধরে।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, এত গরমের মধ্যে রোজা রাখলে একজন মানুষের শরীরে কোনও পরিবর্তন ঘটে কিনা। যদিও চিকিতকরা বলছেন, শেষবার খাবার খাওয়ার পর আট ঘন্টা পার না হওয়া পর্যন্ত মানুষের শরীরে সেই অর্থে রোজার প্রভাব পড়ে না। আমরা যে খাবার খাই, পাকস্থলীতে তা পুরোপুরি হজম হতে এবং এর পুষ্টি শোষণ করতে অন্তত আট ঘন্টা সময় নেয় শরীর। যখন এই খাদ্য পুরোপুরি হজম হয়ে যায়, তখন যকৃতএবং মাংসপেশিতে সঞ্চিত থাকা গ্লুকোজ, সেটা থেকে শক্তি নেওয়ার চেষ্টা করে। শরীর যখন এই চর্বি খরচ করতে শুরু করে, তা ওজন কমাতে সাহায্য করে। এটি কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। সারাদিন রোজার কারণে যেহেতু রক্তে সুগার বা শর্করার মাত্রা কমে যায়, সে কারণে হয়তো শরীর কিছুটা দুর্বল হয়ে যায় এবং ঝিমুনির ভাব আসতে পারে। এছাড়া কারও কারও ক্ষেত্রে মাথাব্যাথা, মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব বা নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হতে পারে। এ সময়টাতেই আসলে শরীরে সবচেয়ে বেশি ক্ষুধা লাগে। প্রথম কয়েকদিনের পর শরীর যখন রোজায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, তখন শরীরে চর্বি গলে গিয়ে তা রক্তের শর্করায় পরিণত হচ্ছে। কিন্তু রোজার সময় দিনের বেলায় যেহেতু কিছুই খাওয়া বা পান করা যায় না তাই রোজা ভাঙ্গার পর অবশ্যই সেটার ঘাটতি পূরণের জন্য প্রচুর জল পান করতে হবে। তা না হলে শরীরে মারাত্মক জলশূন্যতা হতে পারে। বিশেষ করে গরমের দিনে যদি শরীরে ঘাম হয় তাহলে এ সমস্যা মারাত্মক হতে পারে। ক্যামব্রিজের এডেনব্রুকস হাসপাতালের "অ্যানেসথেসিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিনের" কনসালট্যান্টরা জানাচ্ছেন, সাধারণত দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক বেশি ক্যালরিযুক্ত খাবার খাই এবং এর ফলে আমাদের শরীর অন্য অনেক কাজ ঠিকমত করতে পারে না। কিন্তু রোজার সময় যেহেতু আমরা উপোস থাকছি, তাই শরীর তখন অন্যান্য কাজের দিকে মনোযোগ দিতে পারে। কাজেই রোজা কিন্তু শরীরের জন্য বেশ উপকারী। এটি শরীরের ক্ষত সারিয়ে তোলা বা সংক্রমণ রোধে সাহায্য করতে পারে।

কাঁচা টমেটোর কিছু উপকারিতা গুনাগুন সম্পর্কে

বাজারে এখন কাঁচা টমেটো বেশ সহজলভ্য। শুধু টমেটো নয়। সব ধরনের শাক-সবজিই শরীরের জন্য অনেক উপকারী। সব সময় তো লাল টমেটোর দেখা মেলে, এখন নিশ্চয়ই কাঁচা টমেটো খাচ্ছেন!

জানেন কি এই কাঁচা টমেটো খেলে কী হয়? লাল টমেটোর চেয়েও সবুজ টমেটো স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারী।

রান্নায় যদি সবুজ টমেটো দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে এর স্বাদ যেন আরও বেড়ে যায়।

আবার লাল টমেটো যেমন কাঁচা খাওয়া যায় সেরকম এই টমেটোও সালাদ করে খেতে পারেন। এক কাপ বা ২৪০ গ্রাম কাঁচা টমেটোয় আছে প্রায় ১৫ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন কে এবং প্রায় ৪৫ মিলিগ্রাম খনিজ ফসফেট। এই দুটোই বাতের ব্যথা কমাতে ও হাড় ক্ষয় রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

কাঁচা টমেটোতে ভিটামিন সি ও ই এর পরিমাণও বেশি। এ ছাড়া পাকা ও কাঁচা দুই ধরনের টমেটোতেই লাইকোপিন নামের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে প্রচুর পরিমাণে। সবুজ টমেটোতে থাকে লাল টমেটোর চেয়েও বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি। আর তাই শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি খুবই উপকারী। পাশাপাশি হাড়, দাঁত, মাড়ি এবং ত্বকের জন্য বেশ উপকারী এই ভিটামিন সি। ভিটামিন সি শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে সাহায্য করে ফলে সর্দি-কাশির সঙ্গে লড়ায় করতে পারে সহজেই। টমেটোয় থাকা লাইকোপিন নামের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, টমেটোয় থাকা লাইকোপেন প্রস্টেট, কলোরেকটাল ও পেটের ক্যানসার রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কাঁচা টমেটোয় আরও থাকে কিউমেরিক ও ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড। যা কার্সিনোজের প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষা করে। ফলে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। এমনকি যারা একান্তই ধূমপান ছাড়তে পারছেন না, তারা নিয়মিত কাঁচা টমেটো খেলে ধূমপানের আসক্তিও কমতে শুরু করবে।

পুরুষের বন্ধ্যাত্বের কারণ হতে পারে যেসব খাবার

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সন্তানহীন দম্পতির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সমীক্ষায় জানা গেছে, নারীদের তুলনায় ১.৫ শতাংশ বেশি বন্ধ্যাত্বের সমস্যা দেখা যাচ্ছে পুরুষদের মধ্যে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত ওজন ও ভুঁড়ি পুরুষের শুক্রাণুর কাউন্ট কমিয়ে দেয়। একইসঙ্গে ধূমপান, মদ্যপানসহ মদকাসক্তির কারণে সন্তান উতাদনে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

এ ছাড়াও শারীরিক আঘাত ও কিছু ওষুধ ব্যবহারেও শুক্রাণুর কাউন্ট কমে যেতে পারে। এমনকি দীর্ঘক্ষণ কোলে ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করলেও শুক্রাণুর কাউন্ট কমে যেতে পারে। পাশাপাশি ডায়েটে বেশ কিছু খাবার পুরুষের বন্ধ্যাত্বের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। জেনে নিন কোন কোন খাবার-

গ্নগ্ন বিশেষজ্ঞদের মতে প্রসেসড মিট শুক্রাণুর পরিমাণ কমানোর অন্যতম প্রধান কারণ। বেকন, সালামি, হটডগ, বার্গারসহ বিভিন্ন খাবারে এ ধরনের প্রসেসড মিট ব্যবহার করা হয়।

এক সমীক্ষায় জানা গেছে, রেড মিট বন্ধ্যাত্বের সমস্যার জন্য দায়ী। মুরগির মাংসে অবশ্য এরকম কোনো ফল দেখা যায়নি। তবে ঠিক কী কারণে এমন ঘটনা ঘটে, তা নিয়ে নিশ্চিত নন গবেষকরা।

বর্তমানে গবাদি পশুদের স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়, যার প্রভাব পরে দুধেও। সম্প্রতি ১৮-২২ বছর বয়সীদের উপর করা এক সমীক্ষা বলছে, এ ধরনের দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য খেলে শুক্রাণুর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড বা ক্ষতিকর ফ্যাটি অ্যাসিড হৃদযন্ত্রের সমস্যার মূল কারণ হতে পারে। বর্তমান গবেষণা বলছে, এ ধরনের পদার্থ শুক্রাণুর সমস্যার জন্যও দায়ী। বর্তমানে যে ধরনের রাসায়নিক ব্যবহৃত হয় সেগুলোও শুক্রাণুর সমস্যার জন্য মারাত্মকভাবে দায়ী। সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হলো, অধিকাংশ খাদ্যেই এ ধরনের রাসায়নিক মিশে থাকে। যা এড়িয়ে যাওয়া কঠিন।

জিরা কিছু বিশেষ ব্যবহারেই ত্বক হবে উজ্জ্বল ও টানটান !

জিরা শুধু রান্নার স্বাদই বাড়ায় না, বরং এই উপাদান স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী। তবে জানেন কি, জিরা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ও টানটানভাব ধরে রাখতে সাহায্য করে। ত্বকের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে জিরা।

এজন্য ত্বকের যত্নে ঘরেই তৈরি করে নিতে পারেন জিরার টোনার। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক কীভাবে জিরা দিয়ে টোনার তৈরি করবেন ও এর উপকারিতা কী কী-

জিরার টোনার তৈরি করতে আধা কাপ জলে আস্ত জিরা দিয়ে সারারাত ভিজিয়ে রাখুন।

পরদিন সকালে জল ছেঁকে একটি স্প্রে বোতলে জিরার জল ভরে নিন। স্প্রে বোতলে গোলাপ জল ও ভিটামিন ই ক্যাপসুল ভালো করে মিশিয়ে নিন।

এরপর টোনারটি প্রতিদিন নিয়ম করে মুখে লাগান। ত্বকের যত্নে রাতে টোনার ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে ত্বক দাগহীন ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। জিরা টোনারের উপকারিতা জিরার জলে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টি এজিং বৈশিষ্ট্য থাকে।

জিরা বার্ধক্য প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে ভিটামিন-ই ত্বকের জন্য কতটা উপকারী তা সবারই জানা। জিরার টোনার ব্যবহারে ত্বকের রিংকেলস ও ফাইন লাইনস দূর হয়। এমনকি ত্বক টানটান করতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও মুখের ফোলাভাব বা চুলকানির সমস্যাও কমাতে সাহায্য করে জিরার টোনার। এ ছাড়াও জিরার টোনার ব্যবহারে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে, মৃত কোষ দূর হয়। ফলে ত্বক উজ্জ্বল দেখায়। তবে আপনার ত্বক যদি সংবেদনশীল হয়, তাহলে ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া জিরার টোনার ব্যবহার করুন।

এ বছরের জনপ্রিয় ৫টি ডায়েট ট্রেন্ড

ওজন কমাতে সঠিক ডায়েটের বিকল্প নেই। শুধু খাওয়া কমিয়েই নয়, বরং পুষ্টিকর খাবার ও সঠিক খাদ্যাভাসের মাধ্যমে শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরানো সম্ভব। এজন্য বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকরী ডায়েট অনুসরণ করতে হয়।

এ কাণেই বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সচেতনরা ২০২১ সালে বিভিন্ন ডায়েট অনুসরণ করেছেন।

কেউ ওজন কমাতে আবার কেউ সুস্বাস্থ্যের কারণে। সে হিসেবে বেশ কয়েকটি ডায়েট পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, জেনে নিন তেমনই ৫ ডায়েট সম্পর্কে-

কেটো ডায়েট ২০২১ সালে কেটো ডায়েটের জনপ্রিয়তা বেড়েছে বহুগুণ। এই ডায়েটের ক্ষেত্রে কার্বোহাইড্রেট এড়িয়ে ভালো চর্বিজাতীয় খাবার খেতে হয়। ভালো চর্বিজাতীয় খাবার শরীরকে কার্বোহাইড্রেটের পরিবর্তে চর্বি পোড়াতে উতাহিত করে। ফলে ওজন হ্রাস করে। কেটো ডায়েট অনুসারীরা সাধারণত প্রোটিন ও চর্বি খান। এক্ষেত্রে শর্করা ও কার্বোহাইড্রেট এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রোটিন শরীরের জন্য ভালো ও এটি পেশি তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। এই ডায়েট অনুসরণ করে কয়েক মাসের মধ্যেই শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমানো সম্ভব। তবে দীর্ঘদিন এই ডায়েট অনুসরণ না করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইমিউন সিস্টেম সাপোর্ট ডায়েট আরেকটি হলো, ইমিউন সিস্টেম সাপোর্ট ডায়েট। বিগত ২ বছর ধরে এ ডায়েটের প্রতি অনেকে ঝুঁকেছেন। বিশেষ করে যাদের ইমিউনিটি সিস্টেম দুর্বল তাদের জন্য কার্যকরী এ ডায়েট পদ্ধতি এটি। এক্ষেত্রে ফল, সবজি ও বিভিন্ন খাদ্যশস্য সুপারিশ করা হয়।

প্যালিও ডায়েটপ্যালিও ডায়েটটি নতুন নয়, তবে এটি ২০২০ সাল থেকে এখনো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্যালিও ডায়েট প্রাকৃতিক খাবার যেমন- তাজা ফলমূল, শাক-সবজি, মাছ, মাংস, ডিম, বাদাম ইত্যাদি খাওয়ার ওপর জোর দেয়। অন্যদিকে আধুনিক প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলো বর্জন করার কথা বলা হয়। একই সঙ্গে, এটি শস্য, দুগ্ধজাত খাবার, লবণ, প্রক্রিয়াজাত ফ্যাট ও চিনিজাতীয় খাবার এড়িয়ে যেতে হয়। ইন্টারমিটিং ফাস্টিং বর্তমানে ইন্টারমিটিং ফাস্টিং ওজন কমানোর ক্ষেত্রে দারুন কার্যকরী ও বিজ্ঞানসম্মত এক ডায়েট পদ্ধতি। এক্ষেত্রে খুব দ্রুত ওজন কমানো যায়। এই ডায়েট অনুসরণকারীরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৬ ঘন্টা না খেয়ে থেকে বাকি ৮ ঘন্টা খাওয়ার অনুমতি পায়। এক্ষেত্রে রাতের খাবার যদি সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে খেয়ে নেন, তাহলে পরের দিন দুপুর ১টার দিকে উপবাস ভাঙতে পারবেন।

যে কারণে দুধ-কলা একসঙ্গে খাওয়া ঠিক নয়

দুধ ও কলার মিল্কশেক প্রোটিনের দুর্দান্ত উত হিসেবে অনেকেই নিয়মিত খান। তবে আপনি জানেন কি, এমন কিছু খাবার আছে যেগুলো দুধের সঙ্গে খাওয়া উচিত নয়।

আপনি যদি দুধের সঙ্গে কলা কিংবা অন্যান্য খাবার খাওয়ার পরপরই দুধ খান তাহলে শারীরিক সমস্যায় ভুগতে পারেন। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক দুধের সঙ্গে কোন কোন খাবার খাওয়া উচিত নয়-

দুধ ও কলা

দুধ ও কলা শরীরের জন্য উপকারী হলেও একসঙ্গে এই দুটি খাবারের সংমিশ্রণে তা বিপজ্জনক হতে পারে।

কারণ দুটি উপাদানই প্রোটিনসমৃদ্ধ। দুধের সঙ্গে কলার মিশ্রণ হজম হতে অনেক সময় লাগে। তাই বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, গ্যাস্ট্রিক ও বদহজম এড়াতে এই দুটি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার একসঙ্গে না খেয়ে বরং আলাদাভাবে গ্রহণ করা উচিত।

দুধ ও মাছ

দুই ধরনের প্রোটিন একসঙ্গে গ্রহণ করা উচিত নয়। মাছ খাওয়ার পরপরই দুধ গ্রহণ করবেন না। এতে পাচনতন্ত্রের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে। মাছ প্রাণীজ প্রোটিন হলেও, দুধের প্রোটিনের সঙ্গে মিলিত হলে এটি ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে।

এ ছাড়াও মাছ খেলে শরীরের উত্তাপ বাড়ে, যা দুধের সঙ্গে মিশে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। ফলে পেটে অস্বস্তি, ফোলাভাব এমনকি ত্বকে অ্যালার্জির কারণও হতে পারে।

দুধ ও সাইট্রাস

টকজাতীয় খাবার খাওয়ার আগে বা পরে দুধ খাবেন না। টক খাবারে ভিটামিন সি ও সাইট্রিক অ্যাসিডের উপস্থিতি দুধকে জমাট বাঁধায়। এর ফলে অ্যাসিড রিফ্লাক্স, বুকজ্বালা ও পেট খারাপ হতে পারে। এমনকি অ্যালার্জি, বুকের কফ জমা ও সর্দি-কাশিও হতে পারে।

দুধ ও মুলা

মুলা খাওয়ার ঠিক পরেই দুধ পান করবেন না ভুলেও। এর কারণ হলো মুলা শরীরকে উষ্ণ করে দেয়। দুধের সঙ্গে মুলা একত্রিত হলে গ্যাস্ট্রিক, অ্যাসিড রিফ্লাক্স ও পেটে ব্যথা হতে পারে। তাই এ দুটি খাবার গ্রহণের মধ্যে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান রাখা ভালো।

দুধ ও তরমুজ

তরমুজে প্রায় ৯৫ শতাংশ জল থাকে। যা মূত্রবর্ধক বৈশিষ্ট্য হিসেবে কাজ করে। তরমুজ খাওয়ার পরপরই যদি দুধ খান তাহলে শরীরে চর্বির সঙ্গে মিলিত হয়ে পাচনতন্ত্রে টক্সিন উতন্ন হতে পারে। ফলে অ্যালার্জি ও ডায়রিয়াও হতে পারে।

শরীরের মেদ ঝরাতে অ্যাপেল সাইডার ভিনিগারের ভূমিকা

অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার বহুগুণী। এটি শরীরের ব্যথা যন্ত্রণা থেকেও উপশম দিতে কার্যকর। এছাড়াও এটি ত্বক থেকে মাথা সবেতেই কার্যকারী।

এই সব উপকারই পাবেন যদি সঠিক ভাবে অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার ব্যবহার করেন। কারণ অত্যধিক পরিমাণে এই উপাদানটি খেলে এবং ভুল নিয়মে এটির সেবন মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে।

তাই ব্যবহারের আগে জেনে নিন কীভাবে এবং কখন সেবন করবেন এটি। যেহেতু এটি ভিনিগার তাই অত্যধিক পরিমাণে পান করবেন না। ১৫ মিলি এর বেশি এটি না খাওয়াই ভাল। এর চেয়ে বেশি পরিমাণে খেলে শরীরে অম্লতার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে চিকিতকের পরামর্শ নিন।

বুধবার কেরালার কুন্নুরে অনুষ্ঠিত সিপিএম ২৩তম পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাথে সামঞ্জস্য রেখে আগরতলায় দলীয় কর্মীরা পতাকা উত্তোলন করেন। ছবি ঃ নিজস্ব

বিজেপির সকল কার্যকর্তাকে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য নিজেদের সমর্পণ করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

'রাজ্যের ৩৯৯টি মণ্ডলে তৈরি করা হবে দলের স্থায়ী কার্যালয়'

গুয়াহাটি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ভারতবর্ষ পরম বৈভবশালী হওয়ার পথে সফলতার সঙ্গে ধাবিত হচ্ছে। বিজেপির সকল কার্যকর্তা সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য নিজেদের সমর্পণ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। দলীয় কার্যকর্তাদের প্রতি এভাবেই আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র ৪২-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে গুয়াহাটির বশিষ্ঠ এলাকায় বেলতলা চারালিতে নির্মীয়মাণ দলীয় স্থায়ী সদর কার্যালয় ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমে বক্তব্য পেশ করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। তিনি বলেন, ১৯৮০ সালে অঙ্কুরিত এই দল আজ বিশাল বটবৃক্ষের রূপ ধারণ করেছে। সমগ্র দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে আজ দলের ৪২-তম প্রতিষ্ঠা দিবস গোটা অসমেও পালন করছেন কার্যকর্তারা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে রাজ্যের ৩৯৯টি মণ্ডলে দলের স্থায়ী কার্যালয় তৈরি করা হবে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা সদরে দলের স্থায়ী কার্যালয় ভবন নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। এর মধ্যে ১১টি জেলায় নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়ে গেছে বলে উপস্থিত কার্যকর্তাদের জানিয়েছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

রাজধানী মণ্ডলের সভাপতি মদন হাজরিকা দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আজকের প্রতিষ্ঠা দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এদিন বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি দলের প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি তাঁর গৃহ-শহর রঙ্গিয়া মণ্ডল আয়োজিত প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন।

এদিকে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেনর্ণ মোদী, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার ভার্চুয়াল ভাষণ শুনেছেন কোটি কোটি দলীয় কার্যকর্তা। দলের প্রত্যেকটি মণ্ডল, বুথ, মহকুমা, জেলা এবং প্রদেশ দফতরে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সভাপতির ভাষণ শোনার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বশিষ্ঠ এলাকায় বেলতলা চারালিতে নির্মীয়মাণ দলীয় স্থায়ী সদর কার্যালয় ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে বসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভার্চুয়াল ভাষণ শুনেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

অন্যদিকে আজ থেকে ১৫ দিন ব্যাপী ব্যাপক কার্যসূচির মাধ্যমে দলের বুথস্তরে পালিত হবে 'সামাজিক ন্যায় পক্ষ', এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র রঞ্জীবকুমার শর্মা।

বীরভূম জেলা জুড়ে পুলিশি অভিযান অব্যাহত, লাগাতার অস্ত্র উদ্ধার

রামপুরহাট, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : রামপুরহাটের বগটুই কান্ড ঘটে যাওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে এসে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রত্যেক জায়গায় যে সকল অবৈধভাবে বোমা অথবা আগ্নেয়াস্ত্র মজুদ রয়েছে তা উদ্ধার করতে। পুলিশ সেই নির্দেশ পাওয়ার পরেই তৎপরতা শুরু হয় বীরভূম জুড়ে। চলে ব্যাপক তল্লাশি। বীরভূমের বিভিন্ন জায়গা থেকে একের পর এক উদ্ধার হতে শুরু করে তাজা বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ।

জেলা পুলিশের তথ্য বলছে, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা পর থেকে জেলা জুড়ে তল্লাশি চালিয়ে গত ১০ দিনে বীরভূমের ১০ থানা এলাকায় ৬০০ বেশি বোমা উদ্ধার হয়। পাশাপাশি দুটি রিভলভার, রাউন্ড গুলি, একটি মাসটেক উদ্ধার করে জেলা পুলিশ। বীরভূমের নানুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার মধ্যরাতে হানা দেয়। সেই অভিযানে গামার গ্রামের কেশব সরকার নামে এক ব্যক্তির থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। আগ্নেয়াস্ত্র (মাসকেট) উদ্ধার করার পাশাপাশি ওই ব্যক্তির থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুটি গুলি। অবৈধভাবে এই আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলির মজুত রাখার ঘটনায় পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফকতার করে।

বগটুই গনহত্যার পর ওই গ্রামে এসে ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেই রাজ্য জুড়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা উদ্ধারের নির্দেশ দেন তিনি। সেই মত অভিযান চালিয়ে গত ২৫ মার্চ মাড়গ্রাম থানার ছোট ডাঙাল গ্রাম থেকে প্রায় ২০০ টি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। প্লাস্টিকের বালতি করে ঝোঁপের মধ্যে রাখা ছিল বোমা গুলি। সেগুলিই নিষ্ক্রিয় করল সিআইডি বম্ব স্কোয়ার্ড।

২৬ মার্চ দুবারজপুরে তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ।

২৭ মার্চ দুবরাজপুর থানার সেকেন্দারপুর থেকে উদ্ধার প্রায় ৩০ টি তাজা বোমা। বোমাগুলি ফাঁটিয়ে নিষ্ক্রিয় করে সিআইডি বম্ব স্কোয়ার্ড। ২৮ মার্চ তাজা বোমা উদ্ধার হয় সদাইপুর থানার সাহাপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছ থেকে এক জেরিক্যান প্রায় ৪০ টা মতো তাজা বোমা উদ্ধার করল সদাইপুর থানার পুলিশ।

২৮ মার্চ ফের তাজা বোমা উদ্ধার হওয়ার ঘটনা ঘটে লাভপুর থানার অন্তর্গত সাউ গ্রামে। এদিন পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালানোর সময় এই বোমাগুলি দেখতে পান। বোমাগুলি এলাকার নদীপাড়ে মজুত করে রাখা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি ড্রাম মধ্যে বোমাগুলি মজুদ করে রাখা হয়েছিল। আনুমানিক ১১০টি বোমা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

৩০ মার্চ খয়রাশোল থানার জোড়া বটতলা বাসস্ট্যান্ডে পাশ থেকে ৩৫ টি তাজা বোমা উদ্ধার।

বগটুই গ্রামে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্যকে নির্দেশ দেন বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধার করতে হবে। তারপর বীরভূম জেলা জুড়ে অভিযান শুরু করে বীরভূম পুলিশ। মাড়গ্রাম, দুবরাজপুর, লাভপুর, সদাইপুর থানা নানুর থেকে বোমা উদ্ধার করে পুলিশ।

এদিন খয়রাশোল থানার বাসস্ট্যান্ডের পাশে একটি ঝোঁপ থেকে প্লাস্টিকের বালতি করে ৩৫ টি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। পরে সেগুলো ফাঁটিয়ে নিষ্ক্রিয় করে সিআইডি বম্ব স্কয়ার্ড। এখনও বীরভূম জেলা জুড়ে পুলিশি অভিযান অব্যাহত।

প্রসঙ্গত, রামপুরহাট কাণ্ডের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় অবৈধ ভাবে মজুত বোমা এবং বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের পরেই তৎপরতা শুরু করে পুলিশ এবং জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে এই ধরনের বোমা ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার হচ্ছে।

ফের কাঁকরতলা থানা এলাকায় প্লাস্টিকের জার ভর্তি বোমা উদ্ধার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খয়রাশোল ব্লকের কাঁকড়তলা থানার ওসি শামিম খান গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হরিএকতলা মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি পুকুরের পাড় থেকে প্লাস্টিকের জারে প্রায় ২২টি বোমা উদ্ধার করেন।

বিজেপি প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার আগরতলায় ২০ নং ওয়ার্ডে বিজেপির তরফ পথচারীদের ফল বিতরণ করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

ইডি ডিরেক্টরের মেয়াদ বাড়ানোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার মিশ্রর কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানোকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের মুখপাত্র সকেত গোখলে বুধবার শীর্ষ আদালতে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই মামলা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন আইন, ২০০৩-এর ২৫ নং ধারা অনুযায়ী, ইডির ডিরেক্টরের কার্যকালেই এই মেয়াদ বাড়ানো অবৈধ। সেই সঙ্গে অতীতে আদালতের অন্য একটি মামলার রায়ে উল্লেখ করা হয়েছিল, ইডির ডিরেক্টরের কার্যকালের মেয়াদ আর বাড়ানো যাবে না। বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র।

মামলাকারী সাকেত গোখলের অভিযোগ, ইডি ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার মিশ্র ২০২১ সালের ১৭ নভেম্বর তাঁর কার্যকাল শুরুর সময় তাঁর ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালের বার্ষিক স্থাবর সম্পত্তির রিটার্নের হিসেব আপলোড করেননি। তৃণমূল মুখপাত্র যে মামলাটি করেছেন, তাতে তিনি জানিয়েছেন, ইডি ডিরেক্টর নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির রিটার্ন জমা করেননি। সেই সঙ্গে তিনি আরও জানান, সমস্ত সিভিল সার্ভিস অফিসারদের জন্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসেব জমা করা বাধ্যতামূলক। ২০১৯ সাল পর্যন্ত যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির রিটার্ন জমা করার শেষ তারিখ ছিল ২০২১ সালের ৩০ নভেম্বর। ইডি ডিরেক্টরের কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করার সময় কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিষয়টির উপরেও নজর দেওয়ার দরকার। সাকেত গোখলের আরও বক্তব্য, স্থাবর সম্পত্তির হিসেব আপলোড করার অন্তিম সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর গত বছরের ডিসেম্বরে সরকারি ওয়েবসাইটে ইডি ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার মিশ্রর স্থাবর সম্পত্তির রিটার্ন সংক্রান্ত তথ্য ভেসে ওঠে। তৃণমূল মুখপাত্র অভিযোগ করেছেন, তিনি ফরেন্সিক পরীক্ষা করিয়ে দেখেছেন, ইডি ডিরেক্টরের ওই তথ্য ২০২১ সালের ৩ ডিসেম্বর আপলোড করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির সঙ্গে তৃণমূলের এক দ্বন্দ্বের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে কয়লাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে। ইডির অফিসাররা বার বার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রীকে দিল্লির অফিসে তলব করা নিয়ে বেশ বিরক্ত অভিষেক। বিষয়টি দিল্লি হাইকোর্ট পর্যন্তও গড়ায়। সেখানে বিষয়টি বন্দ্যোপাধ্যায় দম্পতির পক্ষে যায়নি। তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। এদিকে আবার দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, ইডির অফিসারদের তলব করতে পারবে না রাজ্যের পুলিশ।

এনকাউন্টারে আহত সুরজ গগৈয়ের মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্টীকরণ চেয়েছে আলফা (স্বা)

গুয়াহাটি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : এনকাউন্টারে আহত সুরজ গগৈয়ের মৃত্যু হয়েছে। সুরজের মৃত্যু সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার স্পষ্টীকরণ চেয়েছে আলফা (স্বাধীন)। আলফা (স্বাধীন)-এর সদস্যভরতি অভিযানে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ৪ মার্চ পুলিশ শিবসাগর জেলার সোনারি থেকে আটক করেছিল সুরজ গগৈকে। এর পর তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে পালানোর চেষ্টা করেছিল সুরজ। তখন পুলিশের এনকাউন্টারের সম্মুখিন হতে হয় তাকে। শিবসাগর জেলার বেতবাড়ি তামুলিবাজারের চাংমাই গ্রামের বাসিন্দা গুলিবিদ্ধ সুরজ গগৈকে ভরতি করা হয়েছিল ডিব্রুগড়ে অবস্থিত আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মঙ্গলবার রাতে মৃত্যুবরণ করে সুরজ গগৈ। এদিকে সুরজ গগৈয়ের মৃত্যুর পর শোক ব্যক্ত করেছে আলফা-স্বাধীন। এক বিবৃতিতে আলফা-স্বাধীন বলেছে, সুরজ গগৈর সঙ্গে আলফার কোনও সম্পর্ক ছিল না। বিবৃতিতিতে আরও বলা হয়েছে, 'নিরীহ যুবক সুরজ গগৈকে অমানবিকভাবে অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনা অসমের দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সংঘটিত হয়েছে, নাকি পুলিশ-প্রধানের, সে বিষয়ে আমাদের পাশাপাশি অসমের সংগ্রামী জনগণকে জানাতে স্পষ্টীকরণ দিতে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে আহ্বান জানাচ্ছি।'

অমরনাথ যাত্রার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে ১১ এপ্রিল থেকে

জম্মু, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : আগামী ১১ এপ্রিল থেকে অমরনাথ যাত্রার জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে। এবার অমরনাথ যাত্রা ৩০ জুন থেকে শুরু হবে এবং প্রথামতো রাখি উৎসবে দিন শেষ হবে। এ বছর ভক্তরা প্রায় ৪৩ দিন বাবা অমরনাথের দর্শন করতে পারবেন।

গত ২৭ মার্চ লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বোর্ডের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এবার অমরনাথ যাত্রা ৩০ জুন থেকে শুরু হবে। এ বছর ভক্তরা প্রায় ৪৩ দিন অমরনাথের দর্শন করতে পারবেন। বৈঠকে যাত্রার প্রস্তুতি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ১১ এপ্রিল থেকে অনলাইনের মাধ্যমে যাত্রার জন্য তীর্থযাত্রীদের নিবন্ধন শুরু হবে। সংশ্লিষ্ট বোর্ড বলেছে যে দক্ষিণ কাশ্মীরের হিমালয় অঞ্চলের মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের ট্র্যাকিং করা হবে। করোনা মহামারীর কারণে অমরনাথ সংশ্লিষ্ট বোর্ড গত দুই বছর ধরে ভক্তদের জন্য যাত্রা বন্ধ করে রেখেছিল। তবে পবিত্র গুহায় বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে বাবা অমরনাথের পূজা অব্যাহত ছিল।

প্রযুক্তিগত সমস্যায় দেশজুড়ে বিঘ্নিত সুইগি ও জ্যোমাটোর পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে বুধবার দেশজুড়ে বেশ কিছুক্ষণ পরিষেবা বিঘ্নিত হল ভারতের মূল দুই অনলাইন ফুড ডেলিভারি অ্যাপ সুইগি এবং জ্যোমাটোর। এদিন টানা ৩০ মিনিট ওই দুটি অ্যাপের পরিষেবা বন্ধ থাকে বলে খবর।

জানা যাচ্ছে, বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ হঠাৎই এই দুটি অ্যাপের সাইট কাজ করা বন্ধ করে দেয়। মাত্র কয়েক মিনিটের এই গোলযোগের কারণে বিপাকে পড়েন দেশের কয়েক লক্ষ গ্রাহক। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের অর্ডার করা খাবারের সন্ধান পেতে ব্যর্থ হন, অনেকে আবার খাবার অর্ডারই করতে পারেননি। সুইগি এবং জ্যোমাটোর সমস্যা নিয়ে ঝড় ওঠে সোশ্যাল মিডিয়ায়। একে একে বহু মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ জানাতে শুরু করেন। এরপরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মাঠে নামেন এই দুই সংস্থা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানানো হয় যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে কিছুক্ষণের জন্য পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছে ওই দুই অনলাইন ফুড ডেলিভারি অ্যাপ। তবে তার কিছুক্ষণের মধ্যেই দুপুর ২:৪৫ নাগাদ সমস্যার ফের সচল হয় অ্যাপ দুটি।

সংসদে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) প্রধান শরদ পাওয়ার বুধবার সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেন। মহারাষ্ট্রের মহা বিকাশ আঘাদি (এমভিএ) সরকারের নেতাদের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র পদক্ষেপের পটভূমিতে এই বৈঠক বলে জানা গিয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এনসিপি এবং শিবসেনার কিছু নেতার বিরুদ্ধে।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মঙ্গলবার শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউতের স্ত্রী বর্ষা রাউত সহ তিনজনের ১১.১৫ কোটি টাকার সম্পত্তি মুম্বইয়ের গোরেগাঁওয়ে একটি চাল পুনর্নির্মাণ প্রকল্পে অনিয়ম সংক্রান্ত একটি মামলায় জড়িত বলে অভিযোগ। বর্ষা এবং অন্য দু"জন ব্যবসায়ী প্রবীণ রাউত এবং সুজিত পাটকরের স্ত্রী স্বপ্না পাটকর - মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের (পিএমএলএ) অধীনে যুক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে তার আত্মীয়দের সঙ্গে যুক্ত একটি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ভূমিকা নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে লক্ষ্য করে কটাক্ষ করেন। ঠাকরে রাজ্যের মন্ত্রী নবাব মালিককেও উল্লেখ করেছিলেন।

রাজ্যসভায় "ফৌজদারি কার্যবিধি (আইডেন্টিফিকেশন) বিল ২০২২" পেশ করলেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার রাজ্যসভায় বিবেচনা ও পাসের জন্য "ফৌজদারি কার্যবিধি (আইডেন্টিফিকেশন) বিল ২০২২" উত্থাপন করলেন। সোমবার লোকসভায় বিলটি পাস হয়। এতে বন্দিদের সনাক্তকরণ আইন ১৯২২ পরিমার্জিত করতে চায়।

'অপরাধের তদন্তকে আরও দ্রুততর করার জন্য' এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে এমন ব্যক্তিদের যথাযথ শারীরিক পরিমাপ নেওয়ার জন্য বিলে আইনি অনুমোদনের বিধান রয়েছে। এটি আঙুলের ছাপ, পাম-প্রিন্ট এবং পায়ের ছাপের ছাপ, ফটোগ্রাফ, আইরিস এবং রেটিনা স্ক্যান, শারীরিক, এবং জৈবিক নমুনা এবং তাদের বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য """" পরিমাপ """" সংরক্ষিত করা যাবে। এই বিলে একজন ম্যাজিস্ট্রেট যে কোনো ব্যক্তিকে পরিমাপ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা এবং পরিমাপ দিতে অস্বীকারকারী বা অস্বীকারকারী কোনো ব্যক্তির পরিমাপ নেওয়ার জন্য পুলিশকে ক্ষমতা দেওয়ারও চেষ্টা করা হয়েছে।

মুম্বইতে কোভিড-১৯-র প্রথম "এক্স ই" ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত

মুম্বই, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : এবার ভারতে হদিশ মিলল করোনার অতি সংক্রামক "এক্স ই" ভ্যারিয়েন্টের। মুম্বইয়ের এক মহিলা করোনার এই অতি সংক্রামক স্ট্রেইনে আক্রান্ত হয়েছেন বলে বুধবার বৃহন্মুম্বই পুরসভা সূত্রে খবর। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা মুম্বইয়ের বাসিন্দা নন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা। কিছুদিন আগেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এদেশে এসেছেন। তবে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এখনও দেশে প্রথম "এক্স ই" -র সনাক্তকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি।

সূত্র অনুসারে, ভারতীয় সার্স-কোভ-২ জিনোমিক্স কনসোর্টিয়াম বিএমসির "এক্স ই" পজিটিভ ঘোষণা করা রোগীর জিনোমিক বিশ্লেষণ করা শুরু করেছে। কোভিড জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের অধীনে একাদশতম পরীক্ষার ফলাফল আজ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রায় ২৩০ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল, যার মধ্যে ২২৮ টি ওমিক্রন ভেরিয়েন্ট ইতিবাচক ছিল। একটি নমুনা কোভিড-১৯-র "এক্স ই" ভেরিয়েন্টের জন্য ইতিবাচক পরীক্ষা করেছে। 'মুম্বইয়ের ২৩০ জন রোগীর কোভিড ভাইরাসের নমুনা একাদশতম পরীক্ষার ফল নিরীক্ষণ করা হয়েছে এবং এর ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ২২৮ বা ৯৯.১৩ শতাংশ ওমিক্রনের রোগী পাওয়া গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, "এক্স ই নামক নতুন মিউট্যান্টটি এখন পর্যন্ত রিপোর্ট করা কোভিড-১৯-র যে কোনও স্ট্রেইনের চেয়ে বেশি সংক্রমণযোগ্য হতে পারে।

বি আর অম্বেডকরের জন্মদিন উপলক্ষে ১৪ এপ্রিল সারা দেশে ছুটি ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকারের

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : বি আর অম্বেডকরের জন্মদিন উপলক্ষে ১৪ এপ্রিল সরকারি ছুটি ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার এই ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। বিবৃ জারি করে বলা হয়েছে, দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস, কলকারাখানা বন্ধ থাকবে ১৪ এপ্রিল। দেশের সমস্ত সরকারি ব্যাঙ্ক এবং ডাকঘরগুলিও বন্ধ থাকবে। প্রতি বছরই দেশজুড়ে সংবিধান রচয়িতার জন্মদিন পালন করা হয়ে থাকে। চলতি বছর আরও একধাপ এগিয়ে গেল কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হল। সব মন্ত্রককে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত বছরও ১৪ এপ্রিল ছুটি ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র। চলতি বছর ১৪ এপ্রিল বি আর আম্বেদকরের ১৩১ তম জন্ম বার্ষিকী। বাবাসাহেব আম্বেদকরের আসল নাম ভীমরাও রামজি আম্বেদকর। ১৪ এপ্রিল ১৮৯১ সালে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম রামজি সকপল। ১৮৯৭ সাল থেকে তাঁরা মুম্বইয়ে থাকতে শুরু করেন। অম্বেডকরকে ভর্তি করা হয় এলফিনস্টোন হাই স্কুলে? ১৯০৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে এলফিনস্টোন কলেজে ভর্তি হন। ১৯১২ সালে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক হন।

প্রায় একবছর পর আবার রাজ্য সফরে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

কলকাতা, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : দু'দিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী ১৬ ও ১৭ এপ্রিল রাজ্যে থাকবেন তিনি। বুধবার রাজ্য বিজেপির তরফে এই খবর জানানো হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের পর এই প্রথমবার রাজ্যে আসতে চলেছেন অমিত শাহ। এই সফরে সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি। এছাড়াও এই সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দলীয় সাংসদ এবং বিধায়কদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় ১ বছর কেটে গিয়েছে। এর মধ্যে একবারও রাজ্য সফরে আসেননি তিনি।

প্রায় একবছর পর চলতি মাসে আবারও রাজ্যে আসতে চলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রের খবর, এই সফরে তিনি দলের বিদ্রোহীদের দাবি দাওয়াও শুনতে পারেন। কথা বলতে পারেন তাঁদের সঙ্গে। কথা হতে পারে রাজ্য বিজেপির আগামী দিনের পরিকল্পনা সম্পর্কেও।

বায়ুসেনা কমান্ডারদের সম্মেলনের উদ্বোধন, নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হয়েছে চর্চা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি. স.): বায়ুসেনা কমান্ডারদের সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার ভারতীয় বায়ুসেনার সদর দফতর দিল্লির বায়ু ভবনে বায়ুসেনা কমান্ডারদের সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট, প্রতিরক্ষা সচিব ডঃ অজয় কুমার, ভারতীয় বায়ুসেনার এয়ার চিফ মার্শাল বিবেক রাম চৌধুরী ও ভারতীয় বায়ুসেনার সিনিয়র কমান্ডাররা।

এই সম্মেলনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি টুইটারের মাধ্যমে জানিয়েছেন, বায়ু ভবনে বায়ুসেনা কমান্ডারদের সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছি এবং প্রস্তুতি, আসন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সামনের কাজগুলির বিষয়ে আমার চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিয়েছি। সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলি তাৎপর্যপূর্ণ, প্রাসঙ্গিক ছিল।

বুধবার আগরতলায় রামঠাকুর কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি নিজস্ব।

ভারত শুধুমাত্র শান্তির পক্ষই বেছে নিয়েছে ইউক্রেন প্রসঙ্গে বললেন জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : ইউক্রেন-রাশিয়া সঙ্ঘাতের একেবারে বিরুদ্ধে ভারত। লোকসভায় জানালেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বুধবার লোকসভায় এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, ভারত একটিই মাত্র পক্ষ বেছে নিয়েছে, আর তা হল শান্তির পক্ষ। হিংসার অবসান চেয়েছে ভারত। ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে লোকসভায় এদিন এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'সমস্ত সদস্যই সম্মত হবেন, ভারতের পন্থা জাতীয় প্রত্যয় ও মূল্যবোধ, জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় কৌশল দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। আমরা দৃঢ়ভাবে সংঘাতের বিরুদ্ধে, আমরা বিশ্বাস করি রক্ত ঝরিয়ে এবং নিরপরাধ জীবনের মূল্য দিয়ে কোনও সমাধানে পৌঁছনো যাবে না। বর্তমান সময়ে সংলাপ এবং কূটনীতি যে কোনও বিরোধের সঠিক উত্তর।'

জয়শঙ্কর লোকসভায় জানিয়েছেন, 'ভারত যদি কোনও একটি পক্ষ বেছে নিয়ে থাকে, তাহলে তা হল শান্তি পক্ষ এবং এই হিংসা অবিলম্বে অবসানের জন্য। এটিই আমাদের নীতিগত অবস্থান এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ-সহ আন্তর্জাতিক ফোরাম ও বিতর্কে আমাদের অবস্থানকে ধারাবাহিকভাবে নির্দেশিত করেছে।' ইউক্রেনের বুচা শহরে সাধরন নাগরিকদের হত্যার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে জয়শঙ্কর বলেছেন, ভারত এই রিপোর্টে 'ভীষণ উদ্বিগ্ন'। 'আমরা সেখানে যে হত্যার ঘটনা ঘটেছে তীব্র নিন্দা করি। এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয় এবং আমরা একটি স্বাধীন তদন্তের আহ্বানকে সমর্থন করি,' জয়শঙ্কর বলেন।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে অসমের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র সংস্থা আসু-র প্রতিবাদ

গুয়াহাটি, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অসমের অন্যতম প্রথমসারির ছাত্র সংগঠন সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু) ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। 'বজারত লাগিছে জুই-চরকার আছে শুই' (বাজারে লেগেছে আগুন-সরকার আছে ঘুমিয়ে) শীর্ষক স্লোগানে নগাঁও, কলিয়াবর, তামোলপুর ইত্যাদি এলাকার স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদী মিছিল বের করেছে আসু।

প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতে গিয়ে আসুর স্থানীয় নেতারা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কুশপুতুল দাহ করে অসম এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করেছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, কলিয়াবরের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংস্থার কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে প্রতিবাদী মিছিল বরে করা হয়। ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে মিছিলটি গিয়ে কুঁওরিতলে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করেছেন আসুর স্থানীয় নেতারা। 'হিমন্তবিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ, বাজারত লাগিছে জুই-চরকার আছে শুই, অসম চরকার গো-বেক' ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে কুঁওরিতলে জাতীয় সড়কে উত্তাল প্রতিবাদে শামিল হন তাঁরা। এতে বহুক্ষণ ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে যানজটে সৃষ্টি হয়।

এদিকে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তামোলপুর জেলা সদরেও আঞ্চলিক ছাত্র সংস্থা বিক্ষোভ কর্মসূচি সাব্যস্ত করেন। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে রাভা ছাত্র সংস্থা, শরণিয়া কছারি ছাত্র সংস্থা, কোচ-রাজবংশী ছাত্র সংস্থা সহ আরও কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কল্যান সাগর পরিস্কারে এগিয়ে আসল কিছু যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ এপ্রিল ।। মাতাবাড়ি কল্যাণ সাগর মায়ের দীঘি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এগিয়ে এসেছেন কিছু যুবক। মাতাবাড়ি কল্যাণ সাগরের জল যাতে মাছের খাবার, প্লাস্টিকের প্যাকেট জাতীয় দ্রব্য ফেলে নষ্ট না হয় সেই জন্য সরকার মাতাবাড়ি উন্নয়ন কমিটি, জেলা শাসক ও মহকুমা শাসক থেকে বহুবার মাতাবাড়ি র কল্যাণ সাগরের জল দূষণ মুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজ্য তথা দেশ বিদেশ থেকে আগত পূর্ণাথীরা না জেনে প্লাসটিকির প্যাকেট জাতীয় দ্রব্য সবসময়ই কল্যাণ সাগরে ফেলে মায়ের পুকুরের জল দুষিত হয়ে পড়ছে। মায়ের মন্দিরে আসা পূণ্যার্থীদের বহুবার আবেদন জানিয়েও কোন ফল হয়নি। কল্যাণ সাগর দিঘিতে মাছ ও কচ্ছবকে খাবার দেওয়ার সময় প্লাস্টিক জাতীয় কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিস দীর্ঘতে না ফেলা হয়- এ নিয়ে প্রশাসন তরফ থেকে উদ্যোগ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য ।।কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো ও এটা সত্যি যে তারপরও দীর্ঘতে ফেলা হচ্ছে অপ্রয়োজনী জিনিস ।ফলে বাধ্য হয়ে মাতাবাড়ি -র কিছু যুবক যারা মাতাবাড়িতে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে রয়েছে তারা নিজেরাই একদিন পর পর মায়ের দীর্ঘিকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন, যাতে করে দিঘি টি নষ্ট না হয় ।পাশাপাশি মন্দিরে আসা সমস্ত পুণ্যার্থীদের নিকট আবেদন রাখা হয়েছে দিঘিতে কেউ যেনো কোনো কিছু না ফেলে। স্থানীয় যুবকদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ।মাতাবাড়ি এলাকায় খুশির হাওয়া।

কোভিড-সংক্রমণ ও মৃত্যু ফের বাড়ল ভারতে, সুস্থতার সংখ্যাও কম নয় দেশে

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের এক হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুর সংখ্যাও কিছুটা বেড়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১,০৮৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৭১ জন রোগীর। ভারতে এই মুহূর্তে দৈনিক সংক্রমণের হার ০.২৩ শতাংশ।

মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,১৮,৭১-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৮৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৩ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৯৯ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮৫,০৪,১১,৫৬৯ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২১,৪৮৭ জন (১.২১ শতাংশ)। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,১৯৮ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৪,৯৭,৫৬৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৬ শতাংশ।

কোভিড-টিকাকরণ অভিযানের আওতায় নতুন মাইলফলকে পৌঁছে গেল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৯৯ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৮৫.০৪-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮৫,০৪,১১,৫৬৯ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে কোভিড টেস্ট মাঝেমধ্যেই ওঠানামা করছে, ফের কোভিড-টেস্ট ৫-লক্ষের নীচে নেমে গিয়েছে।

বিজেপির ৪২ বছর দেশের সেবা প্রগতি ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের যাত্রা ছিল : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপির ৪২ বছরের সফর দেশের সেবা, দেশের প্রগতি ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের যাত্রা ছিল। বুধবার বিজেপির ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অমিত শাহ। বুধবার সকালে টুইট করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'বিজেপিকে বটবৃক্ষে উন্নীত করা সমস্ত মহাপুরুষদের দলের ৪২ তম প্রতিষ্ঠা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ও দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সভাপতিত্বে সেবার মনোভাব নিয়ে নিরন্তর দেশের কল্যাণ করছে বিজেপি। বিজেপির সমস্ত কার্যকর্তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

অপর একটি টুইটে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিগত ৭ দশক ধরে বঞ্চিত দেশের কোটি কোটি দরিদ্র, কৃষক, হতদরিদ্র এবং মহিলাদের আশা-আকাঙ্খা পূরণের মাধ্যম হয়ে উঠেছে বিজেপি। টুইটে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও লিখেছেন, '২০১৪ সালের আগে দু''বেলার জন্য রুটিও দরিদ্রদের কাছে বড় সংগ্রাম ছিল। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর, বিজেপি সরকার বাড়ি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, শৌচাগাগার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং স্বাস্থ্য বীমা প্রদানের পাশাপাশি বিনামূল্যে রেশন দিয়ে দরিদ্রদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন দেওয়ার জন্য কাজ করেছেন।'

দূরদর্শী চিন্তাভাবনায় বিজেপিকে বিশাল বটবৃক্ষে উন্নীত করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী : নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): দূরদর্শী চিন্তাভাবনায় বিজেপিকে বিশাল বটবৃক্ষে উন্নীত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার বিজেপির ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এভাবেই ধন্যবাদ জানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। বুধবার বিজেপি-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করেন নাড্ডা। ভিডিও কনফারিন্সিংয়ের মাধ্যমে নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'বিজেপিকে গৌরবময় করার জন্য তিন-চার প্রজন্ম নিজেদের সঁপে দিয়েছে। দলের ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমি সকলকে স্মরণ করছি।'

নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'বিজেপির উন্নয়ন যাত্রায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সমস্ত কর্মীদের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রার্থনা করছি, ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের কোটি কোটি কর্মীরা যেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেখানো পথে চলার শক্তি পান। যাতে আমরা সমাজে যে পরিবর্তন আনছি, দেশকে শক্তিশালী করার দিকে নিয়ে যাচ্ছি, তাতে আমরা শক্তি পাই এবং আমরা তা সঠিকভাবে পূরণ করতে পারি।' নাড্ডা বলেছেন, নিজের দূরদর্শী চিন্তাভাবনায় বিজেপিকে বিশাল বটবৃক্ষে উন্নীত করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন দলের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন নাড্ডা। পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন তিনি।

পেট্রোল ও ডিজেল আরও দামি, উপর্যুপরি মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল (হি.স.): বিগত ১৬ দিনের মধ্যে একটানা ১৪ দিন, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম উপর্যুপরি বেড়েই চলেছে। বুধবার দিল্লিতে লিটারে ৮০ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম, ডিজেলও দামি হয়েছে ৮০ পয়সা। দিল্লিতে পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত দাম যথাক্রমে, ১০৫.৪১ টাকা ও ৯৬.৬৭ টাকা। কলকাতায় লিটার পিছু আরও ৮৪ পয়সা বেড়ে ১১৫.১২ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে পেট্রোলের দাম। এখনও পর্যন্ত এটাই পেট্রোলের সর্বোচ্চ দাম কলকাতায়। কলকাতায় এদিন এক লিটার ডিজেল বিক্রি হয়েছে ৯৯.৮৩ টাকায়। আগের দিনের থেকে ৮১ পয়সা বেশি। মুম্বইয়ে ৮৪ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম ও ডিজেলের দাম বেড়েছে ৮৫ পয়সা, মুম্বইয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের বর্ধিত দাম যথাক্রমে, ১২০.৫১ টাকা ও ১০৪.৭৭ টাকা।

জনতার

● প্রথম পাতার পর

এলাকাবাসীর দাবি অনুযায়ী নিয়মিত দুবেলা রাস্তায় জল দেওয়া হবে বলে আবারো আশ্বাস দেওয়া হয়। সেই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন এলাকার জনগণ।

শ্রমজীবী

● প্রথম পাতার পর

আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলা- বিজেপি ও আরএসএস-এর বিরুদ্ধে। পার্টি কংগ্রেস আলোচনা করবে কীভাবে পার্টিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করা যায়, যাতে এটি একটি কার্যকর সংগঠন হিসাবে আবির্ভূত হয় যা শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক অংশকে সংগঠিত করা। সিপিআই(এম) একটি বাম ও গণতান্ত্রিক বিকাশের দায়িত্ব পালন করবে বর্তমান অন্যায় ও স্বৈরাচারী শাসনের বিকল্প হিসাবে, বললেন মানিক সরকার।

বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

সমস্যা নিয়ে দলীয় তরফ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিটি এলাকায় যাতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যায় সে জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এজন্য তারা জেলা পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। পানীয় জলের সংকট মোকাবেলায় দলের তরফ থেকে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বিভিন্ন মহল সন্তোষ ব্যক্ত করেছে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

কিছু ইলেকট্রিক সরঞ্জাম। আজ সকালে ইলেকট্রিকের কাজে নিযুক্ত কর্মীরা হাসপাতালে নতুন ভবনে এসে দরজা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ উনাদের। হাসপাতালে প্রত্যেকটি ইলেকট্রিক বোর্ড ভাঙ্গা অবস্থায়। প্রত্যেকটি বিদ্যুৎ কেসিং খোলা অবস্থায়। পড়ে রয়েছে মেঝেতে। যাইহোক এমন চুরির ঘটনা জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা কল্যাণপুর এলাকায়। নতুন ভবনে থাকা ইলেক্ট্রিক্যাল কর্মীদের পক্ষে জানানো হয় কল্যাণপুর থানায়। যথারীতি পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অনেকটা সিনেমার কায়দায় চুরির ঘটনা সংঘটিত হলো।

ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রাত নয়টা নাগাদ তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই আত্মীয়-পরিজন সহ গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি জিবি হাসপাতালের মর্গ থেকে পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃতদেহটি উদয়পুরে তার নিজ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হলে এলাকার মানুষজন ছুটে আসেন। অগণিত মানুষের অশ্রু জলে শেষ বিদায় নেন দীপক দিয়ে নামের ওই ব্যক্তি।

অধ্যক্ষ

● প্রথম পাতার পর

বিরোধী আইনের অধীনে কার্যক্রম শুরু করার দাবী জানান। বিধায়ক বা তার দলের সদস্যরা কেউই বিচারের জন্য আসেননি। আইন অনুসারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে, হয় দেববর্মাকে দলত্যাগ বিরোধী আইনের বিধান অনুসারে তার পদ থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে বা তার পদত্যাগ গৃহীত হবে। বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পর বিধানসভার কার্যালয় থেকে একটি আদেশ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। যাইহোক, পরে সন্ধ্যায় অধ্যক্ষ ১৬ জুন পর্যন্ত আরও দুই মাস সময় দেন। এখানে আরও উল্লেখ করা যায় যে, পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর বৃষকেতু দেববর্মা মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত কোনো বিধানসভা অধিবেশনে অংশ নেননি এবং সব ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

হিসেবে পরিচয় দিয়ে বিলোনিয়া কলেজ স্কোয়ার এলাকায় দিন দুপুরে টেলিফোনের তার চুরি করতে দেখে বুধবার সকালে এলাকাবাসীরা হাতেনাতে পাকড়াও করে আনুমানিক ৩২বছর বয়সি বিপ্লব সাহা নামে বিলোনিয়া আর্য কলোনি এলাকার এক যুবককে। আর্য কলোনি নিবাসী পিতা সুখেন সাহার পুত্র বিপ্লব পেশাগতভাবে সিটি গোল্ডের ব্যবসা করলেও দীর্ঘদিন যাবৎ বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় নিজেকে বিএসএনএল অফিসের কর্মচারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে দিন দুপুরে টেলিফোনের তার কেটে নিয়ে যায় বলে এলাকাবাসীর অভিমত। এর ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে হয়রানির শিকার হতে হয় দপ্তরের আধিকারিক সহ বিএসএনএল এর পরিষেবা প্রাপ্ত গ্রাহকরা। বুধবার সকালে একই কায়দায় বিলোনিয়া কলেজ করার এলাকায় নিজেকে দপ্তরের কর্মচারী বলে পরিচয় দিয়ে টেলিফোনের তার কেটে নিলেও এলাকাবাসীদের সন্দেহ হওয়াতে জিজ্ঞাসাবাদের পর ঘটনার সত্যতা বেরিয়ে আসলে খবর দেওয়া হয় বিএসএনএল দপ্তরের আধিকারিক সহ বিলোনিয়া থানা পুলিশকে। দপ্তরের আধিকারিক এর মুখ থেকে সত্যতা জানতে পেরে এলাকাবাসীদের হাতে ধৃত যুবক বিপ্লব সাহাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া থানার পুলিশ।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

সামাজিক কর্মসূচি পালিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ভারতীয় জনতা পার্টির ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আর কে পুর মন্ডলের পক্ষ থেকে আজ রাজারবাগ স্থিত মন্ডল কার্যালয়ের সামনে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। 'সংকল্প থেকে সিদ্ধি, নতুন ভারতের সংকল্প ' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে একটি রেলী মন্ডল কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে রমেশ চৌমুনী হয়ে আবার মন্ডল কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। সমগ্র কার্যক্রম গুলিতে উপস্থিত ছিলেন কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক প্রণজিৎ সিংহ রায় , মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস সহ সর্বস্তরের কার্যকর্তা গন। পরবর্তী সময়ে মন্ডল কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব স্তরের ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাদের সম্বোধন করে যে আলোচনা রাখেন সে কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার দেখেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় সহ সর্বস্তরের কার্যকর্তা গন। এই কর্মসূচিতে দলীয় কর্মীদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।

ভারতীয় জনতা পার্টির ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দলীয় নির্দেশ অনুসারে- দক্ষিণ জেলা বিলোনিয়া মন্ডল কার্যালয় প্রাঙ্গণে মন্ডল সভাপতি সহ প্রদেশ জেলা ও মন্ডলের বরিষ্ঠ পদাধিকারীদের উপস্থিতিতে আজ সকালে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, প্রদেশ মহিলা মোর্চা সভানেত্রী ঝরনা দেববর্মা, বিজেপি দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস,ও মন্ডলের বিভিন্ন মোর্চার সভাপতি সহ বরিষ্ঠ পদাধিকারীরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুরপরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ সহ পুরপরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলগন। দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ভারত মাতা, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভারম্ভ করেন বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার সহ উপস্থিত প্রদেশ জেলা ও মন্ডল স্তরীয় বরিষ্ঠ নেতৃত্বরা। পরবর্তী সময়ে বিজেপি নেতৃত্ব এবং কার্যকরতাদের উপস্থিতিতে বিলোনিয়া মন্ডল কার্যালয় থেকে বিলোনিয়া শহর জুড়ে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল সংগঠিত করা হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতিষ্ঠা দিবসের ইতিহাস তুলে ধরে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন প্রদেশ মহিলা মোর্চা সভানেত্রী ঝরনা দেববর্মা। পাশাপাশি ঋষ্যমুখ মন্ডলের উদ্যোগে বুধবার বিলোনিয়া বরোজকলোনি ভারতীয় জনতা পার্টির ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ঋষ্যমুখ মন্ডলের সভাপতি সুশংকর ভৌমিক, এছাড়া এদিনের প্রতিষ্ঠা দিবসে ছিলেন এলাকার বিজেপি দলের বিভিন্ন গনসংগঠনের কার্যকর্তাগন।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রথমেই বেসিক কোর্স হিসেবে ফিল্ম অ্যাপ্রেসিয়েশন কোর্স শুরু করা যেতে পারে। এই কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় ক্লাসরুম এবং স্ক্রিনিং হল এখানে রয়েছে। এই কোর্সে পড়াশুনা করতে ইচ্ছুক রাজ্যের যুবক যুবতীদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। ডিরেক্টর ইনচার্জ শ্রীদত্ত আরও বলেন, ৩টি স্বল্প সময়ের কোর্স শুরু করার পর ধীরে ধীরে প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলে এখানে দীর্ঘ সময়ের বিভিন্ন কোর্স চালু করার চিন্তা ভাবনা করা হবে। ত্রিপুরায় সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট স্থাপনের বিভিন্ন পরিকাঠামো যেমন স্যুটিং ফ্লোর, সাউন্ড প্রুফ রুম, লাইটিং ব্যবস্থা ইত্যাদি গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট প্রস্তাব দেন তিনি।

সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ছোট করে হলেও রাজ্যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে। এই লক্ষ্যে এখানে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। এই ইনস্টিটিউট স্থাপিত হলে রাজ্যের যুবক যুবতীদের বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণ নিয়ে রাজ্য ও বহির্রাজ্যে গিয়ে তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের অনেক ছেলেমেয়েরেই অভিনয় ও মডেলিং-এ উৎসাহ রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানকে ভিত্তি করে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরজন্য প্রথমেই বিভিন্ন স্বল্প সময়ের কোর্স চালু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর উন্নয়নে নজরুল কলাক্ষেত্রে ক্যাম্পাস পরিদর্শনের জন্য একটি প্রযুক্তিগত এক্সপার্ট টিম পাঠানোর বিষয়ে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ইনচার্জের নিকট তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস আহ্বান জানান।

সচিবালয়ে সভার পূর্বে রাজ্য সরকার ও সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের এক প্রতিনিধিদল নজরুল কলাক্ষেত্রের ক্যাম্পাসটি যৌথভাবে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপনে সরকার আন্তরিক। অভিনয় থেকে শুরু করে সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যুক্ত রাজ্যের যুবক যুবতী যাদের প্রতিভা রয়েছে তাদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ। রাজ্যে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপন হলে যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে রাজ্য আরও এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পরিদর্শনকালে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ইনচার্জ সমীরণ দত্ত, অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বকাপে ব্যর্থতার জেরে আইসিসি তালিকায় পতন মিতালির

মুম্বই, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : মহিলাদের বিশ্বকাপে দল উঠতে পারেনি সেমিফাইনালে। তার ফলেই আইসিসি-র এক দিনের ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় এক ধাপ নামলেন ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মিতালি রাজ। অবশ্য দলের আর এক ব্যাটার স্মৃতি মন্ধানা তালিকায় উপরে উঠেছেন। আইসিসির প্রকাশ করা তালিকায় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম স্থানে নেমেছেন মিতালি। তাঁর পয়েন্ট ৬৮৬। বিশ্বকাপে সাত ম্যাচে ২৬ গড়ে ১৮২ রান করেছেন মিতালি। একটি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর। খারাপ খেলায় পয়েন্ট কমেছে ভারতীয় অধিনায়কের। অন্য দিকে দশম থেকে নবম স্থানে উঠেছেন স্মৃতি। তাঁর পয়েন্ট ৬৬৯। বিশ্বকাপে সাত ম্যাচে ৪৬.৭১ গড়ে ৩২৭ রান করেছেন তিনি। সর্বোচ্চ ১২৩।

তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি। বিশ্বকাপে ন'ম্যাচে ৫০৯ রান করেছেন তিনি। প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ রান করা ছাড়াও ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৭০ রানের ইনিংস খেলেন মিচেল স্টার্কের স্ত্রী। তার ফলে তালিকায় চার ধাপ উঠেছেন হিলি। আর আইসিসির বোলারদের তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছেন ভারতের ঝুলন গোস্বামী। অস্ট্রেলিয়ার এলিস পেরিকে সরিয়ে অলরাউন্ডারদের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছেন ইংল্যান্ডের নাতালি শিভার। সেই তালিকায় সপ্তম স্থানে রয়েছেন ভারতের দীপ্তি শর্মা।

ছুটছে জাভির বার্সা, পেদ্রির গোলে লিগে দুই নম্বরে

ঘরের মাঠে সেভিয়াকে হারিয়ে লা লিগায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল বার্সেলোনা। গোলদাতা নতুন তারকা পেদ্রি।রবিবার সেভিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে গোল পায়নি বার্সা। ৭২ মিনিটে ১৯ বছর বয়সি মিডফিল্ডার পেদ্রি ব্যক্তিগত দক্ষতায় বক্সের মাথা থেকে জোরালো কোণাকুণি শটে গোল করে দলের জয় এনে দেন। এই জয়ের ফলে ২৯ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে চলে এল জাভি হার্নান্দেসের প্রশিক্ষণাধীন বার্সা। ৩০ ম্যাচে ৬৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার শীর্ষে যদিও রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। অন্য দিকে, ম্যাচ হেরে ৩০ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান থেকে নেমে গোল পার্থক্যে চতুর্থ স্থানে চলে গেল সেভিয়া।সেভিয়ার ফুটবলারদের দাবি প্রথমার্ধে তাদের পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। এই সময়ে তাদের অ্যান্থনি মার্শিয়ালের শট বার্সেলোনা বক্সে হাতে লেগেছিল ডিফেন্ডার রোনাল্ড আরাউজোর। কিন্তু রেফারি তা পেনাল্টি দেননি বল হাতের উপরের দিকে লেগেছিল বলে। প্রথমার্ধে বার্সার জেরার পিকের শটও সেভিয়া পোস্টে লেগে ফেরে। যদিও পিকে দ্বিতীয়ার্ধে লাল কার্ড দেখতে পারতেন। বার্সা গোলমুখী সেভিয়ার জেসুস করোনাকে বক্সের মধ্যে পিছন থেকে টেনে ফেলে দেন। রেফারি যদিও তাঁকে সতর্ক করেই ছেড়ে দেন। ফেরান তোরেস ও আরাউজো সুযোগ নষ্ট না করলে আরও বড় ব্যবধানে জিতে ফিরতে পারত বার্সেলোনা এই নিয়ে টানা ১৪ ম্যাচ অপরাজিত রইল বার্সা।ম্যাচের পরে ম্যানেজার জাভি বলেছেন, "পেদ্রি সাম্প্রতিক সময়ে স্পেনের সবচেয়ে বড় প্রতিভা। ওর মধ্যে যে কী ক্ষমতা রয়েছে, তা এখনও কেউ ধরতে পারেননি। যে দক্ষতায় পেদ্রি গোল করেছে, তার জন্য কোনও প্রশংসাই পর্যাপ্ত নয়।" দলের ফুটবল নিয়ে তিনি বলেছেন, "সকলকে বলে দিয়েছি, খেতাবি দৌড়ের এই শেষ পর্বে আত্মতুষ্টি যেন কোনও ভাবে কারও উপরে ভর না করে। চেষ্টা করলে এখনও আমরা লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হতে পারি। ফুটবলে মুহূর্তের মধ্যে অঘটন ঘটে। নিজেদের মধ্যে এই বিশ্বাস তৈরি করতে হবে যে, আমরাও পারি লা লিগা জিততে। সেটা মাথায় গেঁথে নিতে পারলে যে কোনও কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব।"

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO:- 01/SDO/IESD/STB/2022-23 DATED:- 04/ 04/ 2022

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last Date and Time for Receipt of Application for Issue of Tender Form	Time and Date of Opening of Tender	Place of Sale of Tender Ducuments	Class of Tenderer
1	Providing Internal Electrification at office building of the Paikhola GP Under B.C Nagar R.D. Block, Belonia, South Tripura. **DNIT NO – SDO / IESD / STB /01 / 2022-23**	87,973.00	880.00	15 Days.	Up to 3:00 PM on 12-04-2022	At 3:30 PM on 18-04-2022	I.E.Sub-Division Santirbazar, South Tripura	Appropriate

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions are available in the office of the Sub-Dsivisional Officer (E). Internal Electrification Sub-Division Santirbazar, South Tripura from 11.00AM to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

Sd/- Er. Bikas Datta)
Sub-Div io al Officer (E)
I. E Sub- Division, PWD
Santirbazar,South Tripura

ICA-C-068/22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

১৫ বল, ৪ চার, ৬ ছক্কা, ৫৬ রানকামিন্সের অবিশ্বাস্য ব্যাটিংয়ে জয় কলকাতার

৩৯টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ব্যাটে কখনো ১৩-র বেশি রানের ইনিংস দেখা যায়নি। তবু টেস্টে অন্তত দুটি অর্ধশতক হাঁকানো সেই প্যাট কামিন্সের ব্যাটে কিছু রান দেখতে পাওয়া হয়তো একেবারে অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু তাই বলে এমন ঝড়! কামিন্স এমন ব্যাটিং জানেন, কে জানত! মুম্বাই ইন্ডিয়ানস হয়তো জানত না! পাকিস্তানে সিরিজ শেষ হওয়ার পর এবারের আইপিএলে আজই প্রথম নেমেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে। পুনেতে বল হাতে বেধড়ক পিটুনি খেয়েছেন বটে, কিন্তু ব্যাট হাতে সেটি ভুলিয়ে দেওয়া অবিশ্বাস্য এক ইনিংসই খেলেছেন কামিন্স। ১৫ বলে অপরাজিত ৫৬ রান এসেছে অস্ট্রেলিয়ানের ব্যাট থেকে, অর্ধশতকে পৌঁছেছেন ১৪ বলেআইপিএলের ইতিহাসে যৌথ দ্রুততম অর্ধশতক। ১৫ বলের মধ্যে ১০টিতেই চার বা ছয় দেখেছে কামিন্সের ইনিংস, চার ৪টি, ছক্কা ৬টি।

কামিন্সের এমন বেধড়ক পিটুনিতেই মুম্বাইয়ের ১৬১ রান ৫ উইকেট ও ২৪ বল হাতে রেখে পেরিয়ে গেছে কলকাতা। ইনিংসটাও কী! যেন চার আর ছক্কার ফুলঝুরি। ১৪তম ওভারে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্দ্রে রাসেল আউট হওয়ার পর ক্রিজে নেমে প্রথম বলে ১ রান নিয়েছেন, ওই ওভারেরই শেষ দুই বলেতাঁর মুখোমুখি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলছক্কা আর চার! ১৫তম ওভারে বুমরাহ তাঁর কাছ থেকে দুটি ডট বল বের করে নিতে পেরেছেন, ইনিংস শেষে সেটিকেই মনে হচ্ছে বড় ব্যাপার! ওই ওভারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলে দুই ডটের পর আবার ছক্কা আর চার। শেষ বলে বুমরার ইয়র্কারে এক রান নিয়ে যে কামিন্স স্ট্রাইক ধরে রেখেছেন, পেছনে তাকিয়ে সেটিকেই বুঝি এখন শাপ-শাপান্ত করছেন ১৬তম ওভারটি করতে যাওয়া ড্যানিয়েল স্যামস! তাঁর বলে কামিন্স যেভাবে মেরেছেন, তুলোধুনোতেও সম্ভবত এর চেয়ে কম মারতে হয়! ওই ওভারের আগেই ৮ বলে ২২ রান ছিল কামিন্সের, কলকাতার তখনো জয়ের জন্য ৩০ বলে ৩৫ রান দরকার। ওভার শেষে? খেলা শেষ! প্রথম বলে স্যামসের স্লোয়ারে ছক্কা, পরের বলে ডিপ মিডউইকেটে চার, পরের বলে ডিপ মিডউইকেটেই ছক্কা। পরের বলও উড়ে গেল সীমানার বাইরে!পঞ্চম বলে হলো নাটক। একেবারে অ্যাকশান-ভর্তি কোনো থ্রিলার! স্যামসের ফুলটসে লংঅফে মারতে গিয়ে এক হাত ছুটে যায় কামিন্সের, বাউন্ডারিতে দারুণ ক্যাচ ধরেন সূর্যকুমার। বল ধরতে গিয়ে ভারসাম্য থাকছে না দেখে বলটা বাতাসে ভাসিয়ে বাউন্ডারির বাইরে এক পা ফেলেন, এরপর আবার বাতাসে গা ভাসিয়ে ক্যাচটা ধরে বাউন্ডারির ভেতরে চলে আসেন সূর্যকুমার। দারুণ ক্যাচ, কিন্তু বিফলে। রিপ্লে দেখাল, ফুলটস বলটা কোমরের ওপরেই ছিল কামিন্সের। নো বল! দৌড়ে দুই রানও নিয়েছেন কামিন্স ও ভেঙ্কটেশ আইয়ার, এর মধ্যে আবার ফ্রি-হিটও পেলেন।কামিন্সকে আর পায় কে! পরের বলে আবার স্লোয়ার স্যামসের, কিন্ত কামিন্সের তখন ওসবে পাত্তা দেওয়ার সময় নেই। সেটিকেও ডিপ স্কয়ার লেগে বাউন্ডারি ছাড়া করলেন। তাতেই রেকর্ড! ১৪ বলে অর্ধশতকআইপিএল ইতিহাসে দ্রুততম! এর আগে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের (এখন পাঞ্জাব কিংস) হয়ে ১৪ বলে ৫০ করেছিলেন লোকেশ রাহুল। তা রেকর্ড গড়ার পরের বলে ছক্কা মেরে দলকে জিতিয়েই দিলেন কামিন্স! অনেক অনেক দিন মনে রাখার মতো এমনই এক টি-টোয়েন্টি ইনিংস যে, ক্রিজের অন্য প্রান্তে এতক্ষণ কলকাতাকে টেনে নিয়ে যাওয়া ভেঙ্কটেশন আইয়ারই যেন অপ্রাসঙ্গিক! অথচ অর্ধশতক পেয়েছেন তিনিও, তাঁর ৪১ বলে ৫০ রানের ইনিংসটিই কলকাতাকে রানতাড়ায় বাঁচিয়ে রেখেছে। না হলে অজিঙ্কা রাহানে (১১ বলে ৭), শ্রেয়াস আইয়ার (৬ বলে ১০), আন্দ্রে রাসেলরা (৫ বলে ১১) তো দলকে টানতেই পারেননি। রাসেল আউট হওয়ার সময়ও কলকাতার ৪১ বলে ৬১ রান দরকার ছিল। কামিন্সের ব্যাটে সে রান কলকাতা পেরিয়ে গেছে ১৭ বলে! এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামা মুম্বাই সূর্যকুমার যাদবের ৩৬ বলে ৫২, তিলক ভার্মার ২৭ বলে ৩৮ আর ডেভাল্ড ব্রেভিসের ১৯ বলে ২৯ রানের সৌজন্যে ৪ উইকেটে ১৬১ রান তুলে ইনিংস শেষ করে। কলকাতার বোলারদের মধ্যে কামিন্সই সবচেয়ে বেশি ২ উইকেট পেলেও ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি ১২.২৫ করে! সেটির ঝালই ব্যাট হাতে মেটালেন কামিন্স!

সন্ধান চাই

Ref :- Ramnagar TOP GDE No.17 Dt.02/ 04/2022.

পাশের ছবিটি শ্রী প্রসঞ্জিত সূত্রধর, পিতা-শ্রী বাবুল সূত্রধর, সাং-ভাটি অভয়নগর ঋষিপল্লী, থানা-পশ্চিম আগরতলা, বয়স-২৪ বছর, উচ্চতা-৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, চুল-কালো, পরনে-ছাই রঙের গেঞ্জি ও সাদা কালো রঙের ট্রেক সুট। গত ৩১/০৩/২০২২ ইং তারিখ নিজ বাড়ি হইতে কাউকে না বলে বাহির হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরের উল্লেখিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) পশ্চিম আগরতলা থানা - ০৩৮১-২৩৮-৫৭৬৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-049/22

বিজ্ঞপ্তি

সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর দ্বারা রাজ্য সরকার সকল শ্রেণির উপজাতি সম্প্রদায়ের নির্বাচিত বা মনোনীত সমাজপতি প্রধানদের জন্যে গত জুলাই ২০২১ ইং থেকে সাম্মানিক হিসাবে প্রতিমাসে "প্রধান সমাজপতি সম্মানিক ভাতা প্রকল্প" নামে নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ওয়েবসাইটের তথ্যের ভিত্তিতে উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মোট ৪৯টি জনজাতি সম্প্রদায়ের নির্বাচিত বা মনোনীত সমাজপতি প্রধানদের যাতে নিজ নিজ এলাকার সিডিপিওর নিকট নিজেদের আবেদনপত্র তথ্যাদিসহ জমা দেওয়ার আহ্বান করা হচ্ছে। আবেদন করার সময় যে সব প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রয়োজন তাহা নিম্নরূপ ঃ-

রাজ্যের ১৯টি জনজাতি সম্প্রদায়ের ৪৯টি Tribe/Sub-Tribe এর নিজ নিজ সম্প্রদায়ের রাজ্য ভিত্তিক ঐ সম্প্রদায়ের কমিটির নির্বাচিত বা মনোনীত প্রধান সমাজপতির গৃহিত প্রস্তাব (Resolution) প্রমাণপত্রের প্রতিলিপি, আধার, ব্যাঙ্কের পাসবই, রেশন কার্ড, কোন উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্লেখ্য সরকারি কর্মচারী/সরকারি পেনশনার এবং অন্য কোন সামাজিক ভাতা প্রাপকরা এই প্রকল্পের সুবিধার বাইরে থাকবে। এই ভাতার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি জানতে নিজ নিজ এলাকার সিডিপিও-র নিকট যোগাযোগ করার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিঃদ্রঃ- "প্রধান সমাজপতি সম্মানিক ভাতা প্রকল্প' বিষয়ে ইতিপূর্বে (২৩-০৩-২০২২) ইং তারিখে সংবাদপত্রে প্রচারিত করা হয়েছে।

স্বাঃ-অধিকর্তা
সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA-D-052/22

বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে এগিয়ে চেলসি

মাদ্রিদ, ৬ এপ্রিল (হি.স.) : বুধবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে গত বারের চ্যাম্পিয়ন চেলসি মুখোমুখি তেরো বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদের। গত বছর ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে ফাইনালে হারিয়ে চেলসি দ্বিতীয় বারের জন্য ইউরোপ সেরা হয়েছিল।

কিন্তু এ বছর টমাস টুচেলের টিমের পারফরম্যান্স খুব ভাল নয়। রবিবারই তারা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ব্রেন্টফোর্ডের কাছে ৪-১ গোলে হেরে গেছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ হল অন্য প্রতিযোগিতা। নিজেদের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে তাই চেলসিকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

উল্টো দিকে কার্লোস আনসোলত্তির রিয়াল মাদ্রিদ একদম গুছিয়ে আসছে চেলসি। তাদের ফরাসি স্ট্রাইকার করিম বেঞ্জামা রয়েছেন স্বপ্নের ফর্মে। রবিবার লা লিগায় তারা ২-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে সেল্টা ভিগোকে। দুটি গোলই করেছেন করিম বেঞ্জামা। তাঁর পাশাপাশি পুরো রিয়াল টিমই বেশ ভাল ফর্মে। তবে প্রাক্তন চেলসি ফরোয়ার্ড বেলজিয়াম এডেন হ্যাজার্ডকে পাওয়া যাবে না ইনজুরির জন্য। স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ইস্কো এবং ক্রোয়েশিয়ার লুকা জোভিচকে পাওয়া নিয়ে সংশয় আছে। তবে তাদের দলে কোনও সাসপেনশন সমস্যা নেই। গোলে থিওবা কুর্তোয়ার সঙ্গে চার ডিফেন্ডার হিসেবে থাকবেন ড্যানি কার্বাজাল,এডার মিলিতাও, ডেভিড আলবা এবং ফেরল্যান্ড মেন্ডি। মাঝ মাঠে অধিনায়ক লুকা মর্দিচ,কাসেমিরো, টনি ক্রুস এবং ঋদরিগো গোয়েস। ফরোয়ার্ডে করিম বেঞ্জামা এবং ভিনিসিয়াস জুনিয়র। রিয়াল কোচ আনসোলত্তির আশা, প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে তাঁরা যেমন লিওনেল মেসির প্যারিস সাঁ জাঁমাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন তেমনই কোয়ার্টার ফাইনালে চেলসিকে হারিয়েই দেবেন।

SNIT NO:-01/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2022-23 **date: - 04/04/2022** for supplying of drinking water by mechanical carrying under DWS Division Kalyanpur, PWD:-

Sl No	DNIT No	Estimate Cost	Earnest money
1)	DNIT NO. 01/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 4,98,150.00	Rs. 9963.00
2)	DNIT NO. 02/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 4,98,150.00	Rs. 9963.00
3)	DNIT NO. 03/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 4,98,150.00	Rs. 9963.00
4)	DNIT NO. 04/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 4,98,150.00	Rs. 9963.00
5)	DNIT NO. 05/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 4,98,150.00	Rs. 9963.00
6)	DNIT NO. 06/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22	Rs. 4,98,150.00	Rs. 9963.00

Last date and time for receipt of application for issue of tender form up to **4.00 PM on 18/04/2022** Other necessary detailed information can be seen and tender documents will be sold in the DWS Division office of **Kalyanpur & Agartala-I** in office hours.

(ER. GOPI MAJUMDER)
Executive Engireer
DWS Division, PWD
Kalyanpur, Tripura

ICA-C-073/22

ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের পথ নিজেকেই তৈরি করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। নিজেকে ভালো করে জানতে হবে। জানতে হবে নিজের মধ্যে কি গুণ রয়েছে। সেটা জানতে পারলেই জীবনে সাফল্য আসবে। এই সাফল্যের পথ নিজেকেই তৈরি করতে হবে। জীবনে যে যত বেশি সচেতন সে তত বেশি সফল। সফলতার জন্য এছাড়াও প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব, ইতিবাচক মানসিকতা। আজ ধর্মনগরে বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে কলেজ স্তরের ছাত্রছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে একথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অতি সম্প্রতি পরীক্ষা পে চর্চা নামক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। দুই ঘন্টা সময় ধরে তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানটি ছাত্রছাত্রীদের দেখার জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের কিভাবে উৎসাহিত করেছেন নিজেকে জানার জন্য, নিজের গুণাবলী সম্পর্কে জানার জন্য তা ছাত্রছাত্রীদের জানা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তার প্রচেষ্টা। যার প্রচেষ্টা যত বেশি, সে তত বেশি সফল হবে। পাশাপাশি নিজের অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে। কোন পথ ধরে এগিয়ে গেলে সফলতা আসবে তা জানতে হবে। এরজন্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সরকারের কাজের রূপরেখা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে ধর্মনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ এবং উত্তর ত্রিপুরা পলিটেকনিক কলেজের ছাত্রছাত্রীরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে মতবিনিময়ে অংশ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের কাছে যার যার নিজের ভালো গুণ সম্পর্কে কে কে বলতে পারবেন তা জানতে চান।

মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তরে এক ছাত্র জানান, সে ভালো গান গাইতে পারে। পরে ঐ ছাত্র গান গেয়ে শুনান এবং মুখ্যমন্ত্রী তার প্রশংসা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে ছাত্রছাত্রীরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, কেউ ভালো ছবি আঁকতে পারে তো কেউ কবিতা লিখতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যেও নতুন শিক্ষানীতি চালু হয়েছে। এই নতুন শিক্ষানীতিতে ভোকেশনাল কোর্সকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি ভোকেশনাল কোর্সের প্রশিক্ষণ নিলে সহজেই রোজগারের সাথে যুক্ত হতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাকে প্রথম সারির রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছে বর্তমান সরকার। আগামী ২৫ বছরে রাজ্য কোন দিশায় এগিয়ে যাবে তারও রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। কলেজ স্তরের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীদের মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনায় মোবাইল ফোন কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের কাছে জানতে চান, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৮ মার্চ ২০২২ তারিখে ত্রিপুরায় এসে কি ঘোষণা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে এক ছাত্রী জানান, মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সেদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও একটি বড় ঘোষণা দিয়েছিলেন ত্রিপুরার জন্য। ত্রিপুরায় একটি ফরেনসিক ইউনিভার্সিটি স্থাপন করার জন্য শিলান্যাস করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফরেনসিক ইউনিভার্সিটি উত্তর পূর্বের কোনও রাজ্যে নেই।

এদিনের অনুষ্ঠানে মতবিনিময় করার সময় মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের নেশা সামগ্রী থেকেও দূরে থাকার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা বিশেষ গুণ রয়েছে। সেটি খুঁজে বের করে এগিয়ে গেলে সাফল্য নিশ্চিত। লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি ছাত্রছাত্রীদের ভালো আচরণ, সততা এগুলি আয়ত্ব করার আহ্বান জানান। এদিনের মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন প্রদ্যুৎ দে সরকার, জেলাশাসক ও সমাহর্তা নাগেশ কুমার বি, পুলিশ সুপার ড় কিরণ কুমার কে, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা প্রমুখ।

ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্তানের পর শ্রীলঙ্কাতেও রাজনৈতিক সংকট

সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলঙ্কায় জাতীয় সরকার গঠনের দাবী

কলম্বো, ৬ এপ্রিল (হি. স.)।। শ্রীলঙ্কায় গত ১ এপ্রিল থেকে জারি করা জরুরি অবস্থা তুলে নিলেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে। মঙ্গলবার গভীর রাতে জারি করা বিবৃতিতে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট। গত ১ এপ্রিলই প্রেসিডেন্ট দেশের বিক্ষুব্ধ জনতাকে সামাল দিতে জরুরি অবস্থার ঘোষণা করেছিলেন। দেশটিতে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার ফলে সেনা ও পুলিশের হাতে প্রচুর ক্ষমতা চলে আসে। তারা বিনা বিচারে মানুষকে আটকে রাখে। যদিও এতে বিক্ষোভ থামানো যায়নি। নিরাপত্তা বাহিনীর বন্দুক উপেক্ষা করেই যেভাবে প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে পথে নেমেছে পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ।

আর্থিক সংকটের মুখে তীব্র হচ্ছে গণআন্দোলন

তা দেখেই পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন প্রেসিডেন্ট। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে আন্দাজ করতে পেরেই মঙ্গলবার গভীর রাতে প্রেসিডেন্ট একটি গেজেট নির্দেশিকা জারি করে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের কথা জানান। ৫ এপ্রিল মধ্যরাত থেকেই এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে বলে তিনি জানান।

এর মধ্যে ক্ষমতাসীন জোট ও দলে ভাঙণ এড়াতে পারেননি প্রেসিডেন্ট রাজাপাকসে। তার জোট ছেড়ে ৪১ জন পার্লামেন্ট সদস্য বেরিয়ে গেছেন। তারাও প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ দাবি করেছেন। ফলে পার্লামেন্টে জোট সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। তবে বিরোধীরা পার্লামেন্টে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনবে কি-না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। এর আগে বিরোধীরা প্রেসিডেন্ট রাজাপাকসের প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে। এদিকে প্রেসিডেন্টের অস্বস্তি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়া আলি সাবরি। জরুরি ভিত্তিতে আইএমএফের সঙ্গে ঋণ ও অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় বসার কথা ছিল তার। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পদত্যাগ করেছেন তিনি। আইএমএফ জানিয়েছে, তারা শ্রীলঙ্কার আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে। অপরদিকে প্রবল আর্থিক সংকটের মুখে পড়ে দুটি কনসুলেট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

অন্যদিকে, দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিক্ষোভের আঁচ বেড়েছে। একাধিক সরকারি আধিকারিকের বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ দেখানো শুরু হয়েছে। গতকাল বিকেলেও বৃষ্টির মধ্যেই পড়ুয়ারা প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির উদ্দেশে মিছিল করে। কিন্তু মাঝপথে পুলিশ মানব শৃঙ্খল বানিয়ে বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয়। বিক্ষোভকারীদের রুখতে রবারের বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িতে।

৮ এপ্রিল শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ব্রহ্মকুন্ড মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। আগামী ৮ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী ব্রহ্মকুণ্ড মেলা। বছরে দুবার ব্রহ্মান্ডে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। রাস পূর্ণিমা এবং অশোকা অষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মকুণ্ড ঐতিহ্যবাহী মেলা বসে। আগামী ৮ এপ্রিল অশোকাষ্টমী উপলক্ষে এই মেলা বসছে। মেলাকে কেন্দ্র করে মন্দিরকে নতুন সাজে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। চারটি ঘাটে পুণ্যার্থীরা স্নান করতে পারবেন এবং পূর্ব পুরুষের জন্য তর্পণ করতে পারবেন। উল্লেখ্য মেলা উপলক্ষে অস্থি বিসর্জন এর ব্যবস্থা রয়েছে।

মেলাকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনের তরফ থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। উল্লেখ্য করোনা পরিস্থিতির কারণে বিগত দুবছর মেলা বসে নি। দু''বছর পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় এবার ঐতিহ্যবাহী মেলাকে আরো ঐতিহ্যবাহি করে তোলার লক্ষে যাবতীয় উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। এবারের মেলায় অন্যান্য বছরের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড তৈরি করবে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন প্রশাসনের কর্মকর্তা সহ মেলা উদ্যোক্তারা। মেলায় বেশ কয়েকটি সরকারি স্টল খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে প্রচুর সংখ্যক ব্যবসায়ী বিভিন্ন দোকান নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই দোকানির মধ্যে বন্টনের প্রয়াস শুরু হয়ে গেছে।

বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বুধবার আগরতলায় র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

সিঁদ কেটে চুরি, অল্পতে গৃহকর্তার হাত থেকে রক্ষা পেল চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ এপ্রিল ।। চুরি এখন একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, কান পাতলেই মোবাইল, বাইক, বাই সাইকেল ,দোকানে চুরির ঘটনা শুনতে পাওয়া যায়।এই কিছু দিনের মধ্যেই রমেশ চৌমূহনী দোকানে চুরি, শহরে প্রায় প্রতিদিনই বাইসাইকেল নয়তো বাইক চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।পুলিশ চুরির ঘটনার সাথে জড়িত চোরদের কোন কিনারা করতে পারেনি।

এবারেরোজার মাসে চুরির হিড়িক জামজুড়ি এলাকায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে জামজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বৈষ্ণবীচর এলাকার বাসিন্দা মতিন মিঞার বাড়িতে বসত ঘরের নীচে মাটি খুঁড়ে (সিঁদ কেটে) ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করে চোরেরর দল। সে সময় মাটি খুঁড়ার শব্দ শুনতে পায় মতিন মিঞার বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা। বাড়ির সদস্যরা চোরকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে কোথায় এই মাটি খুঁড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তখন হঠাৎ দেখতে পায় মতিন মিঞার বড় ছেলের ঘরে এক যুবক মুখে গামছা বাঁধা অবস্থায় মাটি খুঁড়ে যাচ্ছে।

তখন মতিন মিঞা অপরিচিত ঐ ব্যক্তিকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করেন, তখন ঐ অপরিচিত ব্যক্তি দৌড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় মতিন মিঞার বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা র সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রোজার মাসে জামজুড়ি এলাকায় যেভাবে চুরির হিড়িক বেড়ে চলেছে প্রতিদিন। কাকড়াবন পুলিশের রাতের টহলদারি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশি প্রহরা যে একেবারে ঢিলেঢালা তা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এই দিনের চুরির ঘটনা। কাকড়াবন থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

তপশিলীজাতি কল্যাণ দপ্তর ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসগুলির সংস্কার করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। রাজ্য সরকার তপশিলীজাতি কল্যাণ দপ্তর পরিচালিত রাজ্যের সমস্ত ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসগুলির সংস্কার এবং আধুনিকিকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। হোস্টেলগুলিতে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা দৃঢ়ভাবে মেনে চললে বর্তমান প্রজন্মের তপশিলীজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। তপশিলীজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস আজ গোর্খাবস্তিস্থিত জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের কনফারেন্স হলে তপশিলীজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীন বিভিন্ন ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনা এবং স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিসটেন্ট টু সিডিউলকাষ্ট সাব প্ল্যান এই তিনটি প্রকল্পের পর্যালোচনা বৈঠকে প্রধান অতিথির ভাষণে এই কথা বলেন। বৈঠকে আলোচনার সূচনা করেন তপশিলীজাতি কল্যাণ দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তপশিলীজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস, অতিরিক্ত অধিকর্তা বিপ্লব দাস, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা কেশব কর, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার স্বপন কুমার দাস, বিভিন্ন মহকুমার মহকুমা উন্নয়ন আধিকারিকগণ, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ সহ বিভিন্ন হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টগণ।

পর্যালোচনা বৈঠকে আলোচনায় অংশ নিয়ে তপশিলীজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস বলেন, হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টগণ হলেন আবাসিকদের অভিভাবক। তাই তাদের উচিত সর্বপ্রথমে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মানুবর্তিতা শেখানো। তিনি বলেন, হোস্টেলগুলিতে আরও কিভাবে ভাল পরিষেবা দেওয়া যায় সে বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, সুন্দরভাবে হোস্টেল পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার মহকুমা শাসক, মহকুমা উন্নয়ন আধিকারিক, অভিভাবকদের নিয়ে প্রতিমাসে একবার সভা করতে হবে। এই রিপোর্ট হোস্টেল সুপার তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তার কাছে পাঠাবেন। তিনি বলেন, হোস্টেলগুলিতে থাকা ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্ট ভাল হলে অন্যরা উৎসাহ পাবে, হোস্টেলে ভর্তির আগ্রহ পাবে। হোস্টেলের পানীয়জল, শৌচালয় ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি হোস্টেল সুপারকে নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

তিনি বলেন, আগামী ১৪ এপ্রিল ভারতরত্ন সংবিধান প্রণেতা ড় বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী সারা রাজ্যে পালনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। তপশিলীজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস বৈঠকে জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিকন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রক গোমতী জেলায় রাঙ্গামাটি এসসি গার্লস হোস্টেল, দক্ষিণ জেলার হরিনা এসসি গার্লস হোস্টেল এবং ঊনকোটি জেলার পাবিয়াছড়া এসসি গার্লস হোস্টেল নির্মাণের মঞ্জুরী দিয়েছে। এছাড়া পশ্চিম জেলার বিনোদিনী এসসি গার্লস হোস্টেল, দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার এসসি গার্লস হোস্টেল, খোয়াই জেলার উত্তর ঘিলাতলী এসসি গার্লস হোস্টেল এবং ঊনকোটি জেলার রাংরুং থাই এসসি গার্লস হোস্টেল নির্মাণের জন্য এবছর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনায় রাজ্যের ৩০টি তপশিলীজাতি অধ্যুষিত ভিলেজে পরিকাঠামো উন্নয়ন, পানীয়জল, রাস্তাঘাট, শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রভৃতির কাজ চলছে। স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিসটেন্ট টু সিডিউলকাস্ট সাব প্ল্যান প্রকল্পে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কাজ করার জন্য জেলাশাসকদের কাছ থেকে প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে।

ছবিমুড়াতে ছোট ছোট কটেজ নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে : পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। রাজ্য সরকার পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এজন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপের দরুণ ছবিমুড়া এখন অন্যতম আকর্ষনীয় পর্যটন স্থল হয়ে উঠেছে। অমরপুর মহকুমা শাসকের অফিসে সম্প্রতি কর্মচারি বিনোদন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় একথা বলেন।

তিনি বলেন, ছবিমুড়াতে ছোট ছোট কটেজ নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ওয়াটার স্কুটার দিয়ে অমর সাগর ও ফটিক সাগরকে আরও সাজিয়ে তোলা হবে। অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, পর্যটন শিল্পের বিকাশ হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এর সুযোগ বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা অনায়াসে নিতে পারে। পর্যটন মন্ত্রী বলেন, বাজার থেকে পয়সা দিয়ে অনেক কিছুই কেনা যায়। কিন্তু রক্ত বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। মানব দেহই হচ্ছে রক্তের উৎস। রক্তের কোন বিকল্প নেই। রক্তের যোগানের জন্য মানুষকেই এগিয়ে আসতে হয়। তাই বলা হয়ে থাকে রক্তদান হচ্ছে মহান দান। একজনের দান করা রক্ত দিয়ে একজন মুমুর্ষ রোগীকে বাঁচিয়ে দেওয়া যায়। রক্তদানের মত সামাজিক কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সমাজের সব অংশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রঞ্জিত দাস বলেন, রক্তের কোন ধর্ম বা বর্ণ নেই। একজনের দান করা রক্ত যখন কোন বিপন্ন রোগীকে বাঁচিয়ে তোলে তখন রক্তদানের প্রকৃত অর্থ ফুটে উঠে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর মহকুমার মহকুমা শাসক বিজয় সিনহা, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুভেন্দু দেববর্মা প্রমুখ। শিবিরে ৩৩ জন রক্তদান করেন।

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধিদের সাথে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নজরুল কলাক্ষেত্রে। ছবি নিজস্ব।

মিশনটিলায় শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নবনির্মিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল শেডের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ এপ্রিল ।। দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি এবং ধলাই জেলা পিছিয়ে ছিল। এই তিন জেলায় উন্নয়নমূলক কাজ না করার একটা প্রবণতা ছিল আগে। কিন্তু ২০১৮ সালে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি এই তিন জেলার উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে শুরু হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ। উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়ার অন্যতম দৃষ্টান্তই আজকের এই শিল্প পরিকাঠামোর উন্নয়ন।

আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের মিশনটিলায় শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নে নবনির্মিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল শেডের উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, আগে যুবকদের কাজের সুযোগ ছিল না। কিন্তু বর্তমান সরকার ২০১৯-২০ সালে এমএসএমই প্রকল্পে এই শিল্প ইউনিটটি স্থাপনের জন্য ১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই প্রকল্পটির অনুমোদন দিয়েছেন। এরফলে এখানে এই শিল্প ইউনিটটি গড়ে তোলা হয়েছে। ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নে এই শিল্প ইউনিটও ভূমিকা নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেন, উত্তর ত্রিপুরা জেলা আগর চাষের ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। একসময় এই আগর অবৈধভাবে রাজ্যের বাইরে চলে যেতো। ফলত রাজ্যের আগরচাষীরা তার মূল সুবিধাগুলি পেতো না। কিন্তু বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার পর রাজ্যের আগরচাষীদের লাভবান করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই শিল্প ইউনিটটি গড়ে তোলার ফলে উত্তর জেলার জনগণের সার্বিকভাবে উন্নয়ন হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। বাউন্ডারি ওয়ালে ঘেরা এই শিল্প ইউনিটে চারটি বড় আকারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল শেড, প্রশাসনিক ভবন, সোলার লাইট, জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি রয়েছে। প্রশাসনিক ভবনে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, এটিএম, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কক্ষ, সভাকক্ষ ইত্যাদি ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকাঠামো রয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ধর্মনগরের দেওয়ানপাশাতে একটি এগ্রোটেক মডার্ন রাইস মিলের উদ্বোধন করেন। ৬ একর জমিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে এই রাইসমিল স্থাপন করতে বায় হয়েছে ১৪ কোটি টাকা। ভারত সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদ যোজনায় গড়ে উঠা এই অত্যাধুনিক রাইসমিলটি প্রতিদিন ১৬০ মেট্রিকটন চাল উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন।

এই প্রকল্পটির মাধ্যমে এলাকার প্রায় ৬০০ কৃষক উপকৃত হবে। এছাড়া এই প্রকল্পটিতে সরাসরি ৮০ জন বেকার কাজের সুযোগ পেতে পারেন। এই প্রকপে ৫ কোটি টাকা ভর্তুর্কি রয়েছে। রাইসমিলটি উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার কৃষকদের থেকে সহায়কমুলো ধান ক্রয় করছে। কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কৃষকদের আয় আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকল্পটিতে এলাকার কৃষকরা লাভবান হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। এদিন দুটি অনুষ্ঠানেই মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী মলিনা দেবনাথ, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা স্বপ্না দেবনাথ, জেলাশাসক ও সমাহর্তা নাগেশ কুমার বি প্রমুখ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।